www.facebook.com/purbottar

Bengali fortnightly newspaper

www.purbottar.in

পৃষ্ঠা-৬

'মহারাষ্ট্র ভূষণ' পুরস্কার পাচ্ছেন আশা ভোঁসলে

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

RNI No. 71057/96

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, লেখা, চিত্র আমাদের contact@purbottar.in-এ ই-মেইল অথবা, 95932 00246 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273458

বর্ষঃ ২৫, সংখ্যাঃ ১৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ৩০ জুলাই - ১২ আগষ্ট ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৮ | Vol:25, Issue: 15, Cooch Behar, Friday, 30 July - 12 Aug 2021, Page: 8 ₹ 3.00

ভিড় বাড়ছে রবির কক্ষপথে

কোচবিহার: বামজামানায় কোচবিহারে শূন্য থেকে শুরু করে একসময় বিধায়ক সংখ্যা নয়ের মধ্যে আটে এসে দাঁড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের। আর সেই অপ্রতিরোধ্য তৃণমূলের বিজয় রথ আটকে যায় বিগত ২০১৯ লোকসভায়। বিজেপির কাছে কোচবিহার লোকসভা আসনে পরাজিত হয় তৎকালীন জেলা সভাপতি সমর্থিত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। আর এরপরেই দলের জন্মলগ্ন থেকে দায়িত্বে থাকা জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মনের হাত ঘুরে জেলা সভাপতির দায়িত্ব বর্তমানে তুলনায় তরুণ ও নবীন নেতৃত্ব পার্থ প্রতীম রায়ের হাতে। তা সত্বেও বিগত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য জুড়ে শাসকদল ভালো ফল করলেও করতে পারেনি কোচবিহারে। বিধায়ক সংখ্যা এসে দাড়িয়েছে সাকুল্যে দুইয়ে। দলের এই হতাশাব্যঞ্জক ফলে নাকি ক্ষুদ্ধ রাজ্য নেতৃত্ব। রাজনৈতিকমহলে ফের কোচবিহারের জেলা সভাপতি পরিবর্তনের ডাক শোনা যাচ্ছে।

এদিকে কোচবিহারে খারাপ ফলাফলের জন্য সাধারণ কর্মীরা হতাশায় ভুগছেন ঠিক তখনই হতাশাকে পাশে সরিয়ে রেখে কর্মীদের উজ্জীবিত করতে ময়দানে কোমর বেঁধে নেমেছেন সেই প্রাক্তন জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। পুরোনো কর্মীদের ফের সংগঠিত করতে এলাকায় এলাকায় যাচ্ছেন তিনি। কোথাও ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় আবার কোথাও পুরোনো নেতৃত্বের স্বরণসভায় দেখা যাচ্ছে তাঁকে। রবিবাবুর আন্তরিক ডাকে ফের সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে পুরোনো কর্মীদের।

১৯৯৮ সালে ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠালগ্নে গুটি কয়েক কর্মী সমর্থক নিয়ে দল শুরু হয় কোচবিহারে। তখন কোচবিহারে নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন রবি। ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে কর্মীসংখ্যা। কিন্তু দলের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে সেই পুরোনো কর্মীরা অনেকেই মুলস্রোত থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। আসলে তৃনমূলের সংগঠনের কলবর বেড়েছে বাম, কংগ্রেস থেকে আসা নেতা কর্মীদের জোয়ারে। আর ভিন দল থেকে এসে পুরোনো কর্মীদের উপরে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন তাঁদের অনেকেই। অনেকেই বামদল থেকে এসে তৃণমূলের প্রতীকে বিধায়ক এমনকি মন্ত্রীও হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এক সময়ের প্রতিপক্ষ সেইসব নেতাদের ঘোষিত শত্রু হিসেবে চিহ্নিত পুরোনো সক্রিয় কর্মীরা অতএব একসময় কোণঠাসা হয়ে পরেন। আর ক্রমশঃ মুলস্রোত থেকে হারিয়ে যান। তৃণমূল স্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অগাধ আনুগত্যশীল পোড়খাওয়া সেইসব কর্মীরা বসে যাওয়াতে নাকি কোচবিহারে বিজেপির উত্থান সুবিধা হয়েছে।

কেননা বাম কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আসা নেতাদের অনেক ক্ষেত্রেই ভালোভাবে নেয়নি সাধারন মানুষ। তাই সেভাবে সংগঠন না থাকা সত্ত্বেও বিজেপি প্রচারে এগিয়ে থাকছে কোচবিহারে। লোকসভা ভোটের পরে রাজ্য নেতৃত্ব এই বিষয়টি বুঝতে পেরে পুরোনো কর্মীদের গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু কোচবিহারে পোড়খাওয়া এবং ইতিহাস পৃষ্ঠা -৭

দিল্লি সফরে মমতা

কলকাতা: রাজ্যে তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজর এখন দিল্লির আসনে। ২০২৪-এর আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সরকারকে সরাতে তৎপর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। দলের পক্ষ থেকেও পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলে ধরতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। সেকারনেই বিজেপি বিরোধী জোট গড়তে দিল্লি সফরে গেছেন তৃণমূল নেত্রী।

এই বিষয়ে ২৭ জুলাই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন তিনি। কিন্তু বড় প্রশ্ন বিজেপি বিরোধী জোটে নেতৃত্ব কে দেবে? রাজনৈতিক ভাবে কে হবেন নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী মুখ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, আমি জ্যোতিষী নই। এটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। যে কেউ জোটের নেতৃত্ব দিলে আমার কোনও আপত্তি নেই। এটা চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়, যখন প্রয়োজন পড়বে তখন নেতৃত্ব বেছে নেওয়া হবে। এটা আমরাই ঠিক করে নেবো।

এবারের দিল্লি সফরে শুরুতেই মমতা বন্দোপাধ্যায় স্পষ্ট করতে চেয়েছেন এই মুহূর্তে মোদী বিরোধীদের এক জোট করতে হবে। আর তাই শুধু নেত্রী হয়ে নয় প্রয়োজনে সহযোগী হয়েও ২০২৪ নির্বাচনে লড়তে প্রস্তুত।

পাশপাশি ২৯ জুলাই কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির ডাকে তাঁর সঙ্গে বৈঠকও সেরেছেন তিনি। বৈঠকে ছিলেন রাহুল গান্ধীও। বৈঠক শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে সোনিয়াজির সঙ্গে ইতিবাচক বৈঠক হয়েছে। বিরোধীদের ঐক্য হওয়াটা খুবই জরুরি। বিরোধী জোট নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

কোচবিহার জেলা রাজনীতিতে কি এবার তাহলে "মিনি পুলওয়ামা" তত্ত্ব?

কোচবিহার: ভোট মিটলেও রাজনৈতিক হিংসা কমার রেশ নেই কোচবিহারে। শুধু বিরোধীদল নয়, শাসকদল তৃণমুল কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্বরাও আক্রান্ত হচ্ছেন আজকাল। ভোটের পরে শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠছে। বিধানসভায় কোচবিহারে শাসকদলের ভরাডুবির ফলে শাসকদলের নেতৃত্বে এক রাজনৈতিক শুন্যতা দেখা দিয়েছে। ফলে তৃণমুলের হেভিওয়েট নেতাদের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেখান থেকেই ভাবমুর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য এই আক্রমণের নাটক হচ্ছে নাতো? প্রতিটি আক্রমণের ঘটনাকে 'মিনি পুলয়ামা' বলে ইতিমধ্যে আড়ালে আবডালে আলোচনা শুরু হয়েছে। কেননা, এইসব আক্রমণের ঘটনাগুলিতে শাসকদলের আক্রান্তরা যতই বিরোধীদের দিকে আঙুল তুলুক না কেন দলের অভ্যন্তরেই এগুলি সাজানো ঘটনা বলে অনেকেই দাবি করছেন। আবার অনেকেই শাসকদলের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের উপর আক্রমণের ঘটনা রুখতে না পারার জন্য পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকেও দাবি করছেন। বৃহস্পতিবার তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেব শর্মার উপর দুষ্কৃতি আক্রমণের ঘটনার পরে সেসব আলোচনা এখন তুঙ্গে। বিগত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পুলয়ামা আক্রমনের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় দেশ জুড়ে তৈরি হওয়া জাতীয়তাবাদী ঝড়ে বিরোধীদের কুপোকাত করে বিজেপি। বিরোধীদের অনেকেই দাবি করেন, নিজেদের পালে হাওয়া ঘুরাতেই পুলয়ামা আক্রমণকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করে বিজেপি। না হলে সেইসময় দেশ জুড়ে যেভাবে সরকার বিরোধী হাওয়া ছিল তাতে মোদী সরকারের ফেরা অসম্ভব ছিল বলেই অনেকের মত। আর মোদী সরকারের সেই ফর্মুলাই নাকি এবার কোচবিহারের শাসক দলের অনেক নেতাই অনুসরণ করছেন বলে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবি মহলের একাংশ মনে করছেন। পৃষ্ঠা -৭

উচ্চ মাধ্যমিকে 'ফেল' থেকে 'পাশ' সাতদিনেই

কলকাতাঃ সাতদিনের মধ্যেই পাস করে গেল 'ফেল' করা উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্ররা। ২৮ জুলাই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ থেকে যে স্কুলগুলিকে সংশোধন করা মার্কশিট দেওয়া হয়েছে, তাদের সব 'ফেল' করা ছাত্ররাই পাশ করে গিয়েছে। এবছর রাজ্যের মোট ৩,৬২০ টি স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষারীরা ফেল করেছিল। এই নিয়ে হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভও।

এই পরিস্থিতিতে সংসদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অনেকের প্রশ্ন, কীভাবে সংসদ উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা করেছিল, যেখানে এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই মার্কশিট পালটে ফেলতে হল?

২১ জুলাই উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর থেকে ফেল করা পড়ুয়ারা কোথাও ভাঙচুর চালিয়েছে, কোথাও আবার বিক্ষোভ দেখিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পরীক্ষার ফল নিয়ে এত বিক্ষোভ হচ্ছে কেন, এই বিষয় নিয়ে ২৪ জুলাই রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং শিক্ষাসচিব মণীশ জৈন বৈঠক করেন। তারপরই সাংসদের এই পদক্ষেপ।

নিসান ইন্ডিয়ার সর্বাধিক ডোমেস্টিক হোলসেল

গুয়াহাটি: ডোমেস্টিক মার্কেটে ২০২১-এর জুলাই মাসে নিসান ইন্ডিয়ার হোলসেল হয়েছে ৪২৫৯টি ভেহিকেল, যা মাসিক বিক্রয়ের দিক থেকে বিগত ৩ বছরের মধ্যে সবথেকে বেশি। নিসানের এই সাফল্য এসেছে নতুন নিসান ম্যাগনাইট লঞ্চের প্রেক্ষাপটে। এইসময়ে নিসানের এক্সপোর্ট হয়েছে ৩৮৯৭ ইউনিট এবং যার কারণ রপ্তানি ক্ষেত্রে নিসান ম্যাগনাইটের উপস্থিতি। ইলেক্ট্রিক ভেহিকেলসের অন্যতম পথপ্রদর্শক নিসান সম্প্রতি নেপালে নিসান ম্যাগনাইট লঞ্চের পর লঞ্চ[] করেছে নিসান লিফ ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল।

নিসান গ্রাহকরা অনলাইনে সার্ভিস বুক করতে ও কস্ট চেক করতে পারেন নিসান সার্ভিস হাব বা নিসান কানেক্টের মাধ্যমে - নিসান সার্ভিস কস্ট ক্যালকুলেটর দ্বারা। নতুন নিসান ম্যাগনাইটের সঙ্গে রয়েছে 'বেস্ট এভার, লোয়েস্ট-ইন-ক্লাস মেইনটেন্যান্স কস্ট', যার সঙ্গে আছে ২ বছরের (৫০,০০০কিমি) ওয়ারেন্টি। গ্রাহকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নিসান চালু করেছে 'কনভেনিয়েন্স অফ ডোরস্টেপ সার্ভিস' ও 'পিক-আপ অ্যান্ড ড্রপ-অফ' সার্ভিস্ ডিলারশিপ থেকে যাওয়া-আসার জন্য। নিসানের শপ@হোম ডিজিটাল প্লাটফর্ম দিচ্ছে সম্পূর্ণ 'কনট্যাক্টলেস কার বায়িং এক্সপিরিয়েন্স'। এছাড়া সম্প্রতি সিএসডি থেকে তাদের নিসান ও ডাটসুন প্রোডাকসমূহ পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে নিসান ইন্ডিয়া।

এইচডিএফসি নিফটি৫০ ইকোয়াল ওয়েট ইন্ডেক্স ফান্ড

মুম্বই: এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার এইচডিএফসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড লঞ্চ করল একটি নিউ ফান্ড অফার (এনএফও) এইচডিএফসি নিফটি৫০ ইকোয়াল ওয়েট ইন্ডেক্স ফান্ড। এই এনএফও খুলবে ৪ অগাস্ট ও বন্ধ হবে ১৩ অগাস্ট। একটানা বিক্রয় ও রিপারচেজের জন্য ফান্ডটি রি-ওপেন হবে ইউনিট অ্যালটমেন্টের ৫ বিজনেস ডে'র মধ্যে। এইচডিএফসি নিফটি৫০ ইকোয়াল ওয়েট ইন্ডেক্স ফান্ড নিফটি৫০'র অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক কোম্পানির প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে বৃদ্ধির দিকে নজর দেবে। যারা টপ৫০ কোম্পানিতে সরল ও স্মার্ট উপায়ে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, এই ফান্ডটি সেইসব বিনিয়োগকারীর জন্য খুবই উপযুক্ত।

হোন্ডা অ্যামেজের প্রি-লঞ্চ বুকিং শুরু

শিলিগুড়ি: হোন্ডা কারস ইন্ডিয়া লিমিটেড আগামী ১৮ অগাস্ট লঞ্চ[] করবে তাদের নতুন হোন্ডা অ্যামেজ। স্টাইলিশ নিউ লুক, স্ট্রাইকিং এক্সটেরিয়র চেঞ্জ ও এনহ্যান্সড ইন্টেরিয়র বিশিষ্ট হোন্ডা অ্যামেজের প্রি-লঞ্চ[] বুকিং করা যাবে যেকোনও হোন্ডা ডিলারশিপে, ২১,০০০ টাকা বুকিং অ্যামাউন্ট জমা দিয়ে। এছাড়া, গ্রাহকরা বাড়িতে বসেও অনলাইনে 'হোন্ডা ফ্রম হোম' প্লাটফর্ম থেকে ৫০০০ টাকা দিয়ে বুক করতে পারবেন।

হোন্ডা অ্যামেজ হল হোন্ডার লার্জেস্ট সেলিং মডেল এবং দেশের প্রচুর সংখ্যক গ্রাহকের প্রিয় গাড়ি। ম্যানুয়াল ও সিভিটি ভার্সনের হোন্ডা অ্যামেজ পাওয়া যাবে ১.৫লি আই-ডিটিইসি ডিজেল ইঞ্জিন ও ১.২লি আই-ভিটিইসি পেট্রল ইঞ্জিন মডেলে।

বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন ও পেনশনভোগীদের পেনশন

নিউ দিল্লিঃ অনেক সময় ধরেই ডিএ-এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা অপেক্ষা করছেন। ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত, ১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ও ১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত, মোট ১১ শতাংশ ডিএ বেড়েছে। শুধুই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদেরই না অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদেরও ডিআর একই হারে বাড়ছে।

এরফলে প্রায় ৪৮ লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও ৬৫ লক্ষ পেনশনভোগীরা উপকৃত হবেন। সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশেই ডিএ বেরেছে, যদি কোন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর বেসিক স্যালারি ২০,০০০ টাকা হয়ে থাকে, তিনি ডিএ পান ৩,৪০০ টাকা, ডিএ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সেটি বৃদ্ধি হয়ে হবে ৫,৬০০ টাকা।

কেন্দ্র সরকারের স্মল সেভিংস স্কিম

নয়াদিল্লিঃ কেন্দ্রীয় সরকারের সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা স্কিমে খুবই সামান্য টাকা ইনভেস্ট করে মোটা টাকা আয় করার সুযোগ রয়েছে। ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার জন্য এই স্কিমটি খুবই উপকারি। পাশাপাশি এই যোজনায় টাকা ইনভেস্ট করলে ইনকাম ট্যাক্স থেকেও ছাড় পাওয়া যাবে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও যোজনার জন্য এই স্কিম চালু করা হয়েছিল। প্রতিদিন মাত্র ১০০ টাকা করে ইনভেস্ট করে এই স্কিমের সুবিধা নেওয়া যাবে।

ভি-মার্ট 'আনলিমিটেড' স্টোর চেইনটি অধিগ্রহণ করছে

গুয়াহাটি: ভারতের শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন রিটেইলার, ভি-মার্ট রিটেইল লিমিটেড (ভি-মার্ট) অরবিন্দ লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডস লিমিটেড (এএলবিএল)-এর সমস্ত স্টোর, গুদাম, ইনভেন্টরি সহ তাদের স্টোর ব্র্যান্ড, 'আনলিমিটেড' কেনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অরবিন্দ লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডস লিমিটেড হল অরবিন্দ ফ্যাশনস লিমিটেডের (এএফএল) সাবসিডিয়ারি যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকা।

'আনলিমিটেড' দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে মোট ৭৪টি ফ্যাশন রিটেইল স্টোরের একটি চেইন পরিচালনা করে, ভি-মার্ট 'আনলিমিটেড'-এর সবগুলি স্টোর অধিগ্রহণ করবে। এর সঙ্গেই ভি-মার্ট দক্ষিণ ভারতে আত্মপ্রকাশ করবে এবং গ্রাহকদের সাশ্রয়ী মূল্যে তার বিস্তৃত মানের পন্য সরবরাহ করবে। এই বিষয়ে মন্তব্য করে ভি-মার্ট রিটেল লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. ললিত আগরওয়াল বলেন জানান, অরবিন্দ ফ্যাশনস-এর 'আনলিমিটেড' স্টোর চেইনটি ভি-মার্ট পরিবারে আনতে পেরে তারা খুশি, এই অধিগ্রহণের মাধ্যমে, ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে ফ্যাশনের চাহিদা পূরণের জন্য তাদের পোর্টফোলিওতে আরও ৭৪টি দোকান থাকবে।

'সির্ফ এক সারিডন'

কলকাতা: বেয়ার কনজিউমার হেলথ ডিভিশন ভারতের সুপরিচিত মাথাধরার ঔষধ সারিডন এক নতুন রূপে রিলঞ্চ করল। এই হাউসহোল্ড ব্র্যান্ড ৫ দশকেরও বেশি সময় ধরে মাথাধরার একমাত্র বিশ্বস্ত ঔষধ বলে গণ্য হয়ে এসেছে। গ্রাহকদের গভীর আস্থার কথা বিবেচনা করে নতুন প্যাকেজে আনা সারিডনের রিলঞ্চ ক্যাম্পেন এমনভাবে প্রচার করা হচ্ছে যা 'ইয়ং অ্যাডাল্ট'দের মধ্যেও সচেতনতার বার্তা দেবে যাতে তারা ব্যথা সহ্য না করে তা দূর করার জন্য সারিডনকেই আপন করে নেন। সারিডনের ৩০ সেকেন্ডের টিভিসি'তে আইকনিক 'সির্ফ এক সারিডন' জিঙ্গলটিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে যা আগের দশকগুলির মতোই আবার গ্রাহকদের নস্টালজিয়া জাগিয়ে তুলবে।

করোনার জেরে অর্থিক ক্ষতি কলকাতা বিমানবন্দরের

কলকাতা: ২০২০-২১ অর্থিক বছরে বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে কলকাতা বিমানবন্দর। লোকসভায় লিখিতভাবে এই তথ্য পেশ করেছে ভারতীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক। শুধু কলকাতা বিমানবন্দরই নয়, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিমানবন্দরগুলির লাভক্ষতির যে পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে সেটিও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। দেশের মোট ১৩৬টি বিমানবন্দরের ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের পরিসংখ্যান লোকসভায় লিখিতভাবে পেশ করেন অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভিকে সিং।

২০১৯-২০ অর্থবছরে কলকাতা বিমানবন্দরের লাভের পরিমাণ ছিল ৫৪৫ কোটি টাকার বেশি এর তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে কলকাতা বিমানবন্দরের ক্ষতির পরিমাণ ৩১ কোটি টাকারও বেশি। করোনার কারণে দেশজুড়ে লকডাউনে অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমান ওঠা নামা বন্ধ ছিল দীর্ঘসময়ের জন্য, ফলে কলকাতা বিমানবন্দর নিজের সম্পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করতে পারেনি তারই ফলস্বরূপ এই বড় আর্থিক ক্ষতি। উত্তরবঙ্গের বাগডোগরা বিমানবন্দর এখনও ক্ষতির সম্মুখীন না হলেও লাভের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাগডোগরা বিমানবন্দরের লাভের পরিমাণ মাত্র ২৫ লাখ টাকা, যা ২০১৯-২০ সালে ছিল ১৪ কোটি ২৪ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের সবকয়টি বিমানবন্দরই সম্পূর্ণভাবে এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে দিল্লি, মুম্বই, চণ্ডিগড় ও নাগপুরে এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে কাজকর্ম চালায়।

আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এনপিসিআই -এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে

কলকাতা: আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স তার গ্রাহকদের ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) অটোপে সুবিধা দিতে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার (এনপিসিআই) সঙ্গে চুক্তি করেছে। এই চুক্তি গ্রাহকদের নিরাপত্তা বজায় রাখতে, বীমা পলিসি কিনতে এবং প্রিমিয়াম পেমেন্ট করতে সহায়তা করবে।

আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ প্রথম জীবন বীমা কোম্পানি যা তার গ্রাহকদের ইউপিআই অটোপে সুবিধা প্রদান করবে যা পেমেন্ট প্রক্রিয়াগুলিকে সহজ করার সঙ্গে কোভিড -১৯ থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধানের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে কাজ করবে।

আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ - কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড অপারেশনস এর প্রধান আশীষ রাও জানান, তাদের কাস্টমার সার্ভিস আর্কিটেকচার নিজেই একটি 'কাস্টমার ফার্স্ট' ফিলোসফি ভিত্তিতে তৈরী। সামাজিক দূরত্বের প্রয়োজনীয়তা, ইউপিআই পেমেন্ট মোড দ্রুত যোগাযোগের অভিজ্ঞতার কারণে অর্থ প্রদানের একটি পছন্দের পথ হয়ে উঠছে"।

গ্রাহকরা তাদের পছন্দের ইউপিআই অ্যাপস যেমন পেটিএম, ভিম , ইত্যাদিতে ইউপিআই অটোপে ফিচারটি চালু করতে পারবেন।

অ্যামাজন গ্রেট ফ্রীডম ফেস্টিভ্যাল

শিলিগুড়ি: অ্যামাজন-ডট-ইন 'গ্রেট ফ্রীডম ফেস্টিভ্যাল' শুরু করতে চলেছে ৫ অগাস্ট থেকে। চলবে ৯ অগাস্ট পর্যন্ত। এই ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন গ্রাহকদের প্রচুর সেভিংসের সুবিধা দেওয়া হবে। গ্রাহকরা হাজার হাজার পণ্যসামগ্রী থেকে তাদের পছন্দের জিনিসপত্র বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। বিক্রেতাদের মধ্যে থাকছেন আর্টিজান ও উইভার, উওমেন এন্টারপ্রিনার্স, স্টার্ট-আপস, ব্র্যান্ডস ও লোকাল নেবারহুড স্টোর্স। যেসব ক্যাটাগরির সামগ্রী বিক্রয় হবে সেগুলির মধ্যে থাকবে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ইলেক্ট্রনিক্স, অ্যামাজন বিজনেস, ফ্যাশন ও বিউটি এসেন্সিয়ালস, হোম ও কিচেন, গ্রোসারি, লার্জ অ্যাপ্লায়েন্সেস, 'ওয়ার্ক অ্যান্ড স্টাডি ফ্রম হোম এসেন্সিয়ালস', ইত্যাদি।

গ্রেট ফ্রীডম ফেস্টিভ্যালের সময়ে কেনাকাটায় গ্রাহকরা এক্সট্রা ১০% ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট পাবেন এসবিআই ক্রেডিট কার্ড ও ক্রেডিট ইএমআই-এর মাধ্যমে। গ্রোসারি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়ে পাওয়া যাবে 'গ্রেট সেভিংস'। গ্রেট ফ্রীডম ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট পেশ করবে ইন্ডিয়ান স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম বিজনেসেস।

বিশ্বের সেরা ১০ বিমান পরিবহণ সংস্থা

২০২১-এর সেরা বিমানসংস্থাদের তালিকা প্রকাশ করল AirlineRatings.com। প্রথম ২০-র মধ্যে নেই একটিও ভারতীয় বিমানসংস্থা। এ বছরও সেরার সেরা শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে কাতার এয়ারওয়েজ।

১. কাতার এয়ারওয়েজ
২. এয়ার নিউজিল্যান্ড
৩. সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স
৪. কোয়ান্টাস
৫. এমিরেটস
৬. ক্যাথে প্যাসিফিক
৭. ভার্জিন অ্যাটলান্টিক
৮. ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স
৯. ইভা এয়ার
১০. ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ

সম্পাদকীয়

বাক স্বাধীনতা

বাক স্বাধীনতার অধিকার নাগরিক দের কাছে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার। আর সেই অধিকার আজ প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। আপনার অনুমতি ছাড়াই নজর দারী চলছে আপনার উপর। আর তা চলছে হয়ত বা সরকারের অঙ্গুলিহেলনে। নয়ত বা সরকারী ব্যর্থতায় কারোও ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম গুলি ভারত সহ বিশ্বের একাধিক দেশে বিভিন্ন ব্যক্তির উপর গোপন নজরদারী চালনো হচ্ছে বলে দাবি করে। ইজরায়েলের তৈরি পেগাসাস নামক একটি মারাত্বক স্পাইওয়ারের মাধ্যমে এই নজরদারী চালানো হচ্ছে। সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, বিরোধী দলের নেতানেত্রী এমনকি কেন্দ্রীয় একাধিক মন্ত্রীর মোবাইলে পেগাসাস দিয়ে নজর দারি চালানো হত। এই সংবাদ প্রকাশের পরে দেশ জুড়ে হইচই পরে যায়। এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যেয়ের ভাইপো তথা সর্ব ভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সহযোগী প্রশান্ত কিশোর এই পেগাসাস আক্রমনের স্বীকার হই। ইজরায়েল ওই সংস্থা জানিয়েছে একমাত্র সরকারী এজেন্সিদের এই স্পাইওয়ার বিক্রি করা হয়। বিভিন্ন অপরাধমুলক কার্যকলাপ রোধে সরকারকে সহযোগীতা করার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে।

কিন্তু এই দেশে যেভাবে সরকার বিরোধী কণ্ঠ রোধ করার জন্য এই অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তা অত্যন্ত বিপদজ্বনক। অনুমতি ছাড়াই নাগরিকদের উপর নজরদারী করে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এক জন নাগরিক ব্যক্তি স্বাধীনতায় সরকারী অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ কখনই গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ লক্ষন নয়। মৌলিক এই অধিকারে আঘাত হানার এই চেষ্টা এই দেশের গণতান্ত্রিক সুমহাণ মর্যাদাকে আঘাত হানছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপরে নজর দারী চালানো হত। সেই নজরদারী প্রচেষ্টা আবার করার হচ্ছে নাতো ? প্রশ্ন উঠছে জনমানসে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার পেগাসাসে নজর দারী চালানোর বিষয়টি অস্বীকার করেছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার পেগাসাস নিয়ে তদন্ত কমিটি তৈরি করেছে। কেন্দ্রের উপরে এই বিষয় নিয়ে চাপ বাড়াচ্ছে বিরোধীরা। লক্ষ লক্ষ মানুষের আন্দোলনের ফলে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আর আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা কবচ সংবিধান দিয়েছে তা যেন বহাল থাকে। নাগরিক জীবনে অনধিকার অনুপ্রবেশ রুখতে সরকারকে কঠোর হওয়া প্রয়োজন। দোষীদের করা সাজা হলে জনমানসে সরকারের প্রতি আস্থা বাড়বে।

প্রবন্ধ

বিপুল শক্তিধর মহামারী করোনা'য় ভগবান-আল্লা-গড দ্বার রুদ্ধ করেছেন ছুৎমার্গ-এর ধর্ম-রাজনীতি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে। করোনার ভয়ে শঙ্কিত হয়েছে অন্ধ কুসংস্কার, অপরিচ্ছন্নতাও। করোনাতে ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে ধর্ষক ভয় পাচ্ছে ধর্ষণ করতে। আকাশে বাতাসে অভিশপ্ত ধোঁয়া নিঃশ্বাসে বিষ দিতেও ভয় পাচ্ছে। বিশ্ব বিজ্ঞানের অহংকারও আজ পরাজিত। যে মানুষ বিজ্ঞানের বলে চাঁদে, মঙ্গলে, অন্তরীক্ষে ঘুরে বেড়াতে সক্ষম সেও এতো সময় ধরে দিশেহারা-পরাজিত সামান্য এক ভাইরাস মোকাবিলায়। তাই মানুষ সর্ব শ্রেষ্ঠ এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো বারেবারে।

জয়ী হলো অন্তরাত্মা নামক ভগবান-আল্লা-গড। যিনি প্রকৃতিতে ও প্রত্যেক জীব-জড়ের মধ্যে সর্বদায় পবিত্র, পরিষ্কার, পরিছন্ন ও স্বচ্ছ। আর মানুষ করোনা'র বলি হলেও জয়ী হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ ধন মনুষ্যত্ব। যেখানে যতো পরিষ্কার - স্বচ্ছতা সেখানে ততো এই মহামারীর পরাজয় নিশ্চিত। তাই আজ দেহের, মনের, মনুষ্যত্বের, সমাজের,দেশের স্বচ্ছ বিকাশ,ভাবনা ও জাগরণ একমাত্র বধ করতে পারে এই করোনা নামক মহামারী।

দেখো সভ্যতা বিকাশের নামে আরো অসভ্য হয়ে মনুষত্ব ভুলে মানুষ যাদের উপরে আঘাত হেনেছে শত সহস্র বছর ধরে নিজে আরো ভালো থাকার লোভে তারা সবাই আজ এই ভয়াবহ মাহামরিতেও হাসছে, সুখে আছে। দেখো দেখো গাছ-পালা, আলো-বাতাস, জল-নদী, সমুদ্র-পাহাড় সব্বাই হাসছে। পশু-পাখি, কোরাল - শৈবাল হাসছে, ফুল হাসছে, ফড়িং-টা লাফাচ্ছে। হাসবে নাই বা কেন? এই মহামারীই তো ওদের টিকে থাকার লড়ায়ে ওদের একমাত্র বন্ধু হলো। ওদের প্রাণ ফিরিয়ে দিলো এই দূষিত পৃথিবীতে। আর হাসছে বিশ্ব-প্রকৃতি। শুধু পৃথিবীতে জীব-শ্রেষ্ঠ মানুষ কাঁদছে বিশ্ব জুড়ে। পরাজিত হচ্ছে তার লোভ-লালসা-ক্ষমতা দখলের লড়াই- কেড়ে খাওয়ার শক্তি।

শুধু মানুষের প্রাণের আহুতি, শহীদের বলিদান দিয়ে করোনা সাজালো তার বিজয় রথ। অসহায় মানুষ গুলো সহায় সম্বলহীন হতে হতে বেঁচে থাকা আর টিকে থাকার লড়ায়ে করোনা'র কাছে হার মানতে বাধ্য হলো। করোনা অবশ্য জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র কাউকেই আলাদা করে রেহাই দেয়নি তার হিংস্রতা থেকে। শুধু মানুষের মৃত্যুতেই তার জয়ের উল্লাস।

তবু জেনে রাখো ওহে করোনা, তুমি মানুষ মারলে ঠিকই তবু মনুষত্ব মারতে তুমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্ষম। রোগের ভয়ে, মৃত্যুর আশঙ্কায় যখন বাবা কে ছুঁতে পারছে না ছেলে, স্বামী কে স্ত্রী, সন্তানকে ছুঁতে পারছে না মা - তখন ও অগণিত মানুষ মনুষ্যত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে তোমাকে নস্যাৎ করতে সম্মুখ সমরে উপস্থিত। যে পুলিশ ঘুষ খেতো শুনে আসছি জন্মাবধি তাকে দেখেছি অসহায় মানুষ, পশু সবার মুখে নিজের খাবার টাও তুলে দিতে। আর ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী, ব্যাঙ্ক কর্মী, জরুরী কালীন পরিষেবায় যুক্ত সমস্ত মানুষ নিয়ত যুঝে চলেছেন করোনা'র সাথে। করোনা'র সাথে লড়ায়ে যাঁরা শহীদ হচ্ছেন, যাঁরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন অন্যের প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা দেশের সেনা বাহিনীর প্রত্যেকটি সেনার সাথেই সেনার মতোই কাঁধে কাঁধ রেখে লড়ছেন, সম্মানের-শ্রদ্ধার মৃত্যুবরণ করছেন।

করোনা পারেনি তাঁদের বুকের সাহস এতটুকু কেড়ে নিতে। তাই তাকে নির্লজ্জ-নগ্ন দাঁত-নখ বের করে কামড় বসাতে হচ্ছে বারবার।

গল্প

একটা আলাদাই মজা, এমন একটা জায়গা যেখানে যেতে পারলে সব ক্লান্তির অবসান ঘটতো,এমন একটা জায়গা যেখানে যাওয়ার জন্য মন ছটফট্ করতো। সারাটাবছর অপেক্ষায় থাকা কবে জামাইষষ্ঠী আসবে,কবে গ্রীষ্মের ছুটি আসবে বা কবে ফাইনাল পরীক্ষাটা শেষ হবে কবে যাবো সেখানে, হ্যাঁ এরকম অপেক্ষা করার নামই "মামাবাড়ি"।

মামাবাড়িতে আমাদের এক আলাদাই স্থান। গোটা পাড়ার লোক আমাদেরকে আমাদের মায়ের পরিচয়ে চেনে,খুব গর্ব হয় তখন। এমনিতে তো সবজায়গায় বাবাদের পরিচয় প্রয়োজন হয় কিন্তু পৃথিবীতে হয়ত মামাবাড়িই একমাত্র জায়গা যেখানে মায়ের পরিচয়ে চেনে আমাদের সবাই।

-কিন্তু একবার চিন্তা করুন তো যার মা নেই তাকে মামাবাড়িতে কি পরিচয়ে চিনবে?

বছর এগারোর কমলিকা। জন্মের ঠিক কয়েকমাস পরই মা মারা যায় তার, ছোটোথেকেই বেশিরভাগ লোকের গলগ্রহে বড় হয়েছে ও । ওকে দেখে রাখার কেউই ছিলো না। পিসি, কাকা,জ্যেঠারা সবসময়ই ওকে এড়িয়ে চলতো । সেই সকালবেলা কোনোরকম তার বাবা কিছু একটা রান্না করে কাজে চলে যাওয়ার সময় স্কুলে পৌঁছে দিতো, স্কুল থেকে একাই বাড়ি ফিরে আসতো। সারাটাদিন কেটে যাওয়ার পর ছোট্ট ওই একরত্তি মেয়েটি তার বাবার হদিশ পায়। এভাবেই কেটে যায় তাদের দিন।

কমলিকা কখনো তার মামাবাড়িতে যায় নি। সে শুনেছে তার দুই মাসি আর এক মামা আছে সেখানে, কিন্তু তারা কেমন তাদের অবয়ব কেমন সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র অনুমান নেই তার। মামাবাড়ির আদর কেমন হয় সে জানে না। গরমের ছুটিতে বা ফাইনাল পরীক্ষার শেষে সব বন্ধুরা যখন মামাবাড়ি চলে যেত তখন ওর মন খুব খারাপ হতো কিন্তু ও সেটাকে প্রকাশ করতো না! কমলিকা একটু একটু করে বড়ো হতে লাগলো ও বুঝতে পারতো না ওর দোষটা কোথায়, কেন মামাবাড়ির কেউ ওকে একবারও কাছে টেনে নেয় না!

দিন বয়ে গেল তবুও মামাবাড়ির চিত্র ওর চোখের সামনে ফুটে উঠলো না! মামাবাড়ি ওর কাছে একটা ভালো স্বপ্নের মতো। গ্রীষ্মের ছুটি বা পূজোর ছুটির পর যখন ও ওর বন্ধুদের থেকে মামাবাড়ির গল্প শুনতো তখন ও নিজের মতো একটা ছবি তৈরি করে নিতো এভাবেই চলতে থাকলো।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কমলিকা রাগে কষ্টে প্রবল অভিমান বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। সেদিন ওকে স্কুলে শুনতে হয়েছিলো ওর তো "মা ই নেই মামাবাড়ি কিভাবে থাকবে?" ও বুঝতে পারে নি কেন ওকে এই কথা শুনতে হলো, ওর মা নেই, ওর মামাবাড়ি নেই তাতে ওর দোষটা কোথায়? কেন ওকে এসব সহ্য করতে হবে?

সেদিন প্রবল অভিমানে ওর সহ্যশক্তির বাঁধটা ভেঙেই গেল। কমলিকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ওর বাবাকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করেই ফেললো -" আমার মা নেই কেন? আমার মামাবাড়িতে আমি কেন যেতে পাড়ি না! আমার দোষ কী?? "

ওর বাবাও সেদিন বুঝে গেছিলো মেয়ের মনের মধ্যে এতদিন এসব প্রশ্নের বিরাট একটা পাথর ছিলো, সেই পাথর গড়াতে গড়াতে ওকে শেষ করে দিয়েছিলো ভিতর ভিতর শুধু ও প্রকাশ করতো না কখনো।

কমলিকা একরাশ আশা নিয়ে ওর বাবার মুখের দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে ছিলো যেন এতবছর ধরে জমে থাকা সব প্রশ্নের জবাব পাবে এখন ও। কমলিকার বাবা ওকে কাছে ডাকল ও এগিয়ে গেল একটু। ওর বাবা ভেবেছিলো এতদিনের পুরোনো সম্পর্ককে হয়ত পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে, উনি ভেবেছিলো যখন ওবাড়ির লোকজন জানবে কমলিকা এতবড়ো হয়ে গেছে এবং ও মামাবাড়ির সকলকে দেখতে চায় তখন তাঁরাও হয়ত অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ওকে আপন করে নেবেন এসব ভাবতে ভাবতেই কমলেশবাবু ফোন করলো ওবাড়িতে কমলিকা একদম পাশেই বসা।

দীর্ঘ ১০ মিনিট কথাবার্তা হলো কমলিকা অনেক আশা নিয়ে ধীরে ধীরে একটু একটু করে মামাবাড়ি যাওয়ার মূহুর্তগুলো কল্পনা করছে। কিন্তু সেটা সাময়িকই ছিলো সবটা শোনার পরও ওবাড়ির লোকজন এমন কিছু কথা বললো যেন সমুদ্রের ধারে বালির রাজপ্রাসাদ চুরমার হয়ে গেল। ফোনের ওপাশ থেকে এমন কিছু শব্দ কমলিকা শুনলো যে ওর মনে হল একটু একটু করে গড়ে তোলা কল্পনার মামাবাড়ির ওপর এক বিশালাকৃতির উল্কাপিণ্ড পড়ে গেল। ও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো আকাশের দিকে, ও বারংবার আওড়াতে থাকলো মামাবাড়ি দরকার নেই ওর। ও বারবার বলতে লাগলো ফোনের ওপাশ থেকে আসা কথাটা -" যে জন্মানোর কয়েকমাস পরই আমরা আমাদের সোনার টুকরো মেয়েকে হারিয়ে ফেললাম আজীবনের মতো তার সাথে আর যাই হোক কোনো সম্পর্ক আমরা রাখতে চাই নাহ্! ও আমাদের কেউ নাহ্! ওকে এবাড়িতে আনা তো দূরে থাক ওর মুখও আমরা কেউ দেখতে চাই নাহ্ "

কিছুক্ষণ আকাশের দিকেই ও তাকিয়ে থাকলো আর মনে মনে অনেক কিছু বুঝে নিলো,যেন ওই কথাগুলো ওকে অন্য মানুষে পরিনত করে দিলো। ও বুঝে গেল সবার জন্য মামাবাড়ি মজার হয় নাহ্! সবার কপালে দাদু-দিদা,মামা-মাসিদের আদর থাকে না!

কমলেশবাবুর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে কমলিকা একজন বিচক্ষণ মানুষের মতো বলে উঠলো "তোমাকে মামাবাড়ি নিয়ে আর কোনো কথা কখনো বলবো না বাবা, মামাবাড়ির মজা সবার জন্য নয় গো! "

কবিতা

মেঘাপ্লুত

স্বপ্নীল রুদ্র

চোরকাঁটায় ভরা টিলা, মাথায় নিঃসঙ্গ চা-দোকান
নিচ থেকে মনে হয় আকাশে আঠা দিয়ে সাঁটানো;
প্রদক্ষিণরত চিল,-মন্থর বড়কীসের টান
ওই মহাশূন্যে জমা!- কে জানে কেন ডানা কাঁপানো
টিলাটি বিশুষ্ক যেন দেশ বিদেশের সব মেঘ
জল-নির্বাচনপ্রীতি কোনও এক অজ্ঞাত কারণে
প্রত্যাহার করে নিয়ে পায়ে জুতে দিয়েছিল বেগ
মরচে রঙের চোরকাঁটা অতিপ্রজ বৃষ্টির বারণে
কষ্টসহিষ্ণু মূলের ঝোপ, আকন্দভাঁটের বন
লুকিয়ে রেখেছে বুঝি কোনও অল্পখ্যাত শুঁড়িপথ
গতায়াত পরিপন্থী নয়এমন কাদের মন
টিলাশীর্ষকামী হয়-ভাবি-চাপে প্রিয় সঙ্গ-রথ
আকাশের বেঞ্চি পাতা, বসে আছে নীলাভ সময়
মেঘাপ্লুত কারা যেন বর্ধিত মেদ করেছে ক্ষয়...

আইআইটি মাদ্রাজ অনলাইন ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রাম

কলকাতা: ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাজ তাদের অনলাইন ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রামের পরবর্তী ব্যাচে ভর্তির জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। অনলাইন ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রামের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ অগাস্ট। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন জানাতে পারেন - https://onlinedegree.iitm.ac.in।

ডেটা সায়েন্টিস্ট হওয়ার জন্য এই প্রোগ্রামে যোগ দিতে হলে আবেদনকারীকে দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে এবং দশম শ্রেণীতে ইংরেজি ও অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা করে থাকতে হবে। পরবর্তী কোয়ালিফায়ার ব্যাচের ক্লাস শুরু হবে সেপ্টেম্বরে। এই প্রোগ্রামের ফাউন্ডেশন লেভেলে ২৭টি রাজ্য ও ৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা যোগ দিয়েছেন। এই প্রোগ্রামে যোগ দেওয়ার অর্থ আইআইটি মাদ্রাজ থেকে পড়াশোনা করার সুযোগ পাওয়া। ছাত্রছাত্রীরা তাদের অন-ক্যাম্পাস কোর্সের সঙ্গে 'ডিপ্লোমা ইন প্রোগ্রামিং অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স' পড়া চালাতে পারবেন।

আবেদনকারীদের একটি কোয়ালিফায়ার প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আইআইটি মাদ্রাজ তাদের ৪ সপ্তাহের অনলাইন ট্রেনিং দেবে। অনলাইন অ্যাসাইনমেন্ট সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা কোয়ালিফায়ার এক্সাম দেওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন। যারা কোয়ালিফায়ার এক্সামে সফল হবেন তাদের ফাউন্ডেশন লেভেলে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

কোভিড রোগমুক্তদের জন্য আমন্ড উপকারী

কলকাতা: প্রাত্যহিক জীবনে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে কোভিড-১৯ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায়। এই মত প্রকাশ করে ম্যাক্স হেলথকেয়ার দিল্লির রিজিয়োনাল হেড-ডায়েটেটিক্স ঋতিকা সমাদ্দার কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।

ঋতিকা সমাদ্দার জানান, কোভিড থেকে আরোগ্যলাভের পর প্রোটিন গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি করা উচিত। কোভিডের কারণে প্রোটিনের ঘাটতির আরেক অর্থ ইমিউনিটি কমে যাওয়া, তাই হাই প্রোটিন ডায়েট প্রয়োজন। এইসময় রোগীরা ডায়েটে আমন্ড যোগ করতে পারেন। আমন্ড ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ, ফলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

জল ছাড়াও স্যুপ, কোকোনাট ওয়াটার, ফ্রেশলাইম ওয়াটার, শেক প্রভৃতি প্রতিদিন গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি জানান, এগুলি রোগাক্রান্ত অবস্থায় ও রোগমুক্তির সময়ে হাইড্রেশন বৃদ্ধি করে। এছাড়া, ইমিউনিটি বাড়াতে প্রচুর ফল, সবজি ও আমন্ডের মতো বাদাম গ্রহণের দ্বারা প্রয়োজনীয় ভিটামিন-ই ও জিংক পাওয়া যেতে পারে। অস্বাস্থ্যকর স্ন্যাকসের পরিবর্তে আমন্ড খাওয়া বেশি ভাল। ঋতিকা সমাদ্দার ব্লাড সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণের রাখার পরামর্শও দিয়েছেন। চিকিৎসাকালে ও পরবর্তীতে সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইন্ডোর এক্সারসাইজ ও যোগা সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া, লেবুজাতীয় ফল এবং আমন্ড খুবই উপকারী।

অ্যাড্রেস প্রুফ ছাড়াও পাওয়া যাবে গ্যাস সিলিন্ডার

নিউ দিল্লি: ঠিকানার প্রমান পত্র ছাড়া গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাবে না কিছু দিন আগে পর্যন্ত এমনটাই নিয়ম ছিল। কিন্তু দেশের সরকারি তেল সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের তরফে জানানো হয়েছে এবার থেকে গ্যাস সিলিন্ডার নেওয়ার জন্য ঠিকানার প্রমান পত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক থাকবে না। অ্যাড্রেস প্রুফ ছাড়াও পয়া যাবে গ্যাস সিলিন্ডার। গ্রাহকরা এবার শহর বা তাদের এলাকার ইন্ডেন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার বা পয়েন্ট অফ সেলে গিয়ে কেবল সিলিন্ডারের দাম দিয়ে ৫ কিলোগ্রামের গ্যাস সিলিন্ডার নিতে পারবেন। তার জন্য তাদের কোন ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে না। ইন্ডেন গ্যাসের ৫ কিলোর সিলিন্ডার ইন্ডেনের সেলিং পয়েন্ট থেকে ভর্তিও করা যাবে। এজেন্সি থেকে গ্যাস কেনার

পাশাপাশি গ্যাস সিলিন্ডার রিফিলের জন্য বুকিং করা যাবে। এর জন্য ৮৪৫৪৯৫৫৫৫৫ নম্বরে মিসড কল দিলেই হবে। ৭৭১৮৯৫৫৫৫৫ নম্বরে ফোন করেও গ্যাস সিলিন্ডার বুকিং করা যাবে। এছারাও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ৭৫৮৮৮৮৮৮২৪ রিফিল টাইপ করে গ্যাস বুকিং করার সুবিধা শুরু করা হচ্ছে।

ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর

কলকাতা: ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার (এফডিসিআই) সহযোগিতায় ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর নিয়ে এলো দ্য শোকেস-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। এর উদ্দেশ্য, ট্যালেন্টের পরিচর্যা ও নতুন দিগন্তের পথ খুলে দেওয়া। দ্য শোকেস উপস্থাপনার উদ্দেশ্য হল ভারতের অন্যতম অগ্রণী প্লাটফর্ম গড়ে তোলা যেখান থেকে চারটি ক্যাটাগরির ট্যালেন্ট আবিস্কার করা সম্ভব হবে, ফ্যাশন ডিজাইনার, শাটারবাগ, মডেল ও কনটেনট ক্রিয়েটর। উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের জন্য দ্য শোকেস এমন এক প্লাটফর্ম দেবে যেখানে তারা নিজেদের 'ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশন' প্রকাশ করতে পারবেন - 'উইথ প্রাইড'। যারা জয়ী হবেন তারা তাদের কাজ প্রদর্শন করতে পারবেন

পরবর্তী সংস্করণের ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুরের সময়ে। দ্য শোকেসে থাকছেন ফ্যাশন জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, জুরি, মেন্টর, কীনোট স্পিকার ও অ্যাক্টিভ ফ্যাশন প্রোমোটার হিসেবে।

দ্য শোকেসে 'প্রাইড'-এর বিভিন্ন ধরণ প্রকাশ পাবে, যেমন 'মাই আইডেন্টিটি, মাই প্রাইড', 'মাই প্যাশন, মাই প্রাইড' ও 'মাই প্ল্যানেট, মাই প্রাইড'। দেশব্যাপী ট্যালেন্ট হান্টের মাধ্যমে শর্টলিস্টেড প্রতিযোগীদের চারজনের টিমে ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রতিটি টিম গড়া হবে ডিজাইনার, শাটারবাগ, মডেল ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর, এই চারটি ক্যাটাগরি থেকে। তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ থিম হিসেবে রাখা হবে 'মাই প্ল্যানেট, মাই প্রাইড'।

নিসান ইন্ডিয়ার সার্ভিস নেটওয়ার্কের প্রসারণ

কলকাতা: নিসান ও ডাটসুনের সকল অনুমোদিত ডিলারশিপগুলিতে নিসান ইন্ডিয়া চালু করেছে 'ফ্রী মনসুন চেক-আপ ক্যাম্প'। এই ক্যাম্প চলবে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত। এগুলি চালানোর দায়িত্বে থাকছেন প্রশিক্ষিত কর্মীরা, যারা শুধুমাত্র জেনুইন স্পেয়ার পার্টস ব্যবহার করবেন। এই ক্যাম্পগুলিতে ৩০-পয়েন্ট চেক-আপ সম্পন্ন হবে, যার মধ্যে থাকবে গাড়ির এক্সটেরিয়র, ইন্টেরিয়র, আন্ডারবডি, রোড-টেস্ট ও ফ্রী টপ ওয়াশ, যাতে মনসুনের সময়ে

গাড়িগুলি সর্বোচ্চ পারফর্ম্যান্স প্রদান করতে পারে। গ্রাহকরা লেবার চার্জে ২০ শতাংশ ডিসকাউন্টও পেতে পারেন।

গ্রাহকদের সুবিধার্থে নিসান ১৮টি নতুন শহরে ১৮টি নতুন সার্ভিস নেটওয়ার্ক যোগ করেছে। এছাড়া গ্রাহকস্বার্থে নিসান ইন্ডিয়া একটি সার্ভিস এনহ্যান্সমেন্ট ইনিশিয়েটিভ গ্রহণ করে মাইটিভিএস-এর সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করেছে, যার ফলে নিসানকানেক্ট অ্যাপের মাধ্যমে নিসান ইন্ডিয়া আরও ভালভাবে এন্ড-টু-এন্ড রোড-সাইড অ্যাসিস্ট্যান্স সার্ভিস প্রদান করতে পারবে।

মাল্টিপ্লেক্সে লগ্নিতে আগ্রহী অ্যামাজন

মুম্বাইঃ দেশের সবথেকে বড় মাল্টিপ্লেক্স চেইন হল আইনক্স। গোটা দেশ জুড়ে আইনক্সের প্রায় ১৫৩ টি মাল্টিপ্লেক্স সহ ৬৪৮টি স্ক্রিন রয়েছে। ২০১৯-২০২০ সালে আইনক্সের মোট লাভ ছিল ১৪১ কোটি টাকা। কিন্তু কোভিডের কারনে ২০২০-২১ সালে বিপুল ক্ষতি হয়েছে সংস্থার। জানা গেছে মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৫৭ কোটি টাকা। এর প্রভাব পড়েছে আইনক্সের শেয়ার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও। কোভিডের আগে আইনক্সের শেয়ার পিছু মূল্য ছিল ৩২৮.৫ টাকা। কোভিডের পর সেই মূল্য এসে দাঁড়িয়েছে ২৫১ টাকায়। এর ফলে সমস্যা বেড়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও।

একই অবস্থা পিভিয়ার সিনেমার ক্ষেত্রেও। বর্তমানে পিভিয়ার সিনেমার সংখ্যা ১৭৬টি এবং স্ক্রিনের সংখ্যা মোট ৮৪২ টি। সংস্থার কোভিডের আগের বছর মোট লাভ ছিল ১৩১.০৪ কোটি টাকা। বর্তমানে এই কোম্পানির মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬৬৫.৬৪ কোটি টাকা।

তবে এই মাল্টিপ্লেক্সগুলিতে বিনিয়োগ কেনার বিষয়ে আগ্রহী অ্যামাজন। ২০১৬ সালে এই অ্যামাজন প্রথম দেশ জুড়ে ওটি টি প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন প্রাইম নিয়ে এসেছিল। তবে ভারতে অ্যামাজনের উদ্দেশ্য এই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে পূর্ণ হয় নি। তাই এবার নতুন বিনিয়োগের পথে তারা। তাদের ইচ্ছে এবার দেশ জুড়ে মাল্টিপ্লেক্সে বিনিয়োগ করার। তবে বিষয়টি নিয়ে অবশ্য অ্যামাজন এখনই

ভি 'রেডএক্স ফ্যামিলি প্ল্যান'

কলকাতা: ভারতের অগ্রণী টেলিকম অপারেটর ভি তাদের ফ্ল্যাগশিপ রেডএক্স অফারিংস প্রসারিত করল রেডএক্স ফ্যামিলি প্ল্যানে। এরফলে ভি গ্রাহক পরিবারগুলির সদস্যরা দারুণ সুবিধা পাবেন। বর্তমানে বিভিন্ন পরিবারের সদস্যরা আরও বেশি ডেটা ব্যবহার করছেন ওয়ার্ক ফ্রম হোম, অনলাইন স্কুলিং, এন্টারটেনমেন্ট ও অনলাইন সোশ্যালাইজিংয়ের জন্য। এই প্ল্যানটি তাদের সবরকম প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে আনা হয়েছে, যাতে তাদের সকলেই আনলিমিটেড ডেটা, এন্টারটেনমেন্ট ও ট্রাভেল বেনিফিট পেতে পারেন মাত্র একটি বিলের আওতায় থেকে।

১৬৯৯ টাকা ও ২২৯৯ টাকার ভি রেডএক্স ফ্যামিলি প্ল্যানে যথাক্রমে ৩ জন ও ৫ জন ফ্যামিলি মেম্বারকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। প্রত্যেক কানেকশনে আনলিমিটেড ৪জি ডেটা

ছাড়াও ভি রেডএক্স ফ্যামিলি প্ল্যানে ভি রেডএক্স প্ল্যানের সব সুবিধাই রয়েছে।

প্রাইমারি মেম্বাররা ওটিটি প্লাটফর্মগুলির মেম্বারশিপ ছাড়াও পাবেন ভি মুভিজ অ্যান্ড টিভি'তে ভিআইপি অ্যাক্সেস। এই প্ল্যানের সঙ্গে ২৯৯৯ টাকা মূল্যের ৭ দিনের কমপ্লিমেন্টারি ইন্টারন্যাশনাল রোমিং প্যাকেজ এবং ১৪টি দেশের জন্য স্পেশাল আইএসডি রেট উপলব্ধ। তাছাড়া, প্রাইমারি মেম্বাররা বছরে ৪ বার ফ্রী লাউঞ্জ অ্যাক্সেস (একটি ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জ-সহ) এবং প্রিমিয়াম কাস্টমার সার্ভিস অ্যাক্সেস পাবেন।

গোইবিবো'র 'প্রাইস লক' ফিচার

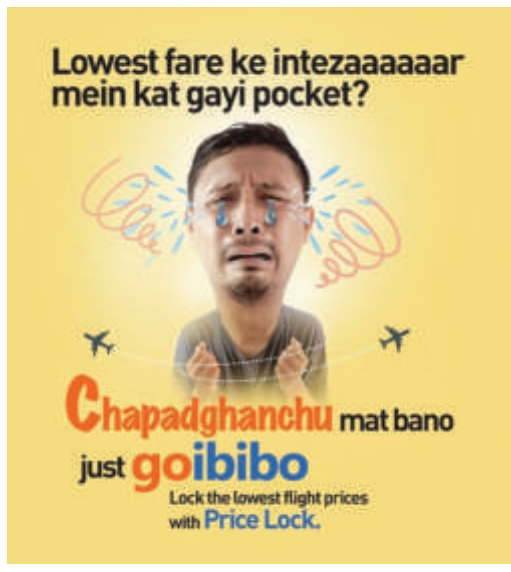

কলকাতা: ভারতের অগ্রণী অনলাইন ট্রাভেল ব্র্যান্ড গোইবিবো চালু করল এক ইন্ডাস্ট্রি-ফার্স্ট ফিচার, 'প্রাইস লক'। এর ফলে বিমানযাত্রীরা সাতদিন অবধি তাদের বিমান ভাড়ার মূল্যের সম্ভাব্য ওঠাপড়া আটকে রাখতে পারবেন। এর উদ্দেশ্য হল টিকিটের দাম না মিটিয়েই যাত্রীরা যেন আগে থেকে বিমানে আসন বুক করে রাখতে পারেন। প্রাইস লকের মাধ্যমে বিমানযাত্রীরা টিকিটের মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকেও রক্ষা পাবেন।

বিমানযাত্রীরা অনেকসময় যাত্রার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিন্তায় থাকেন তারা টিকিট কেটে রাখবেন, নাকি অপেক্ষা করবেন আর দাম বাড়ার ঝুঁকি নেবেন। প্রাইস লক ফিচার এব্যাপারে তাদের সাহায্য করবে। এই সার্ভিসের দ্বারা গ্রাহকরা টিকিটের দাম ১ দিন, ৩ দিন বা ৭ দিন আটকে রাখতে পারবেন সামান্য কিছু ফী দিয়ে, যা পরবর্তীতে টিকিট কেনার সময়ে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যাবে।

জল সংকট ভুগছে ইসলামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

ইসলামপুরঃ ইসলামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে গত কয়েকদিন যাবদ জলের সংকট দেখা দিয়েছে। হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে বেশ কয়েকদিন ধরে শৌচাগারের জল না থাকায় চরম সমস্যায় পরেছে রোগী এবং রোগী তাদের আত্মীয়রা। দূর থেকে রোগীকে জল এনে দিতে হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীকে জল কিনে দিতে হচ্ছে রোগীদের আত্মীয়দের।

ইসলামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের হাসপাতাল সুপার বর্তমানে ছুটিতে আছেন। অনেকের অভিযোগ সহকারি সুপারের কাছে সমস্যাটি জানানো হলেও তার কোন সমাধান করেন নি। ইসলামপুর পৌরসভার প্রশাসক কানাইয়ালাল আগরওয়ালের কাছে এবিষয়ে জানতে চাইলে তিনি তৎক্ষনাত সুপারের কাছে বিষয়টি জানতে চান। সুপার প্রশাসককে জানান, পাইপে আইরনে কাজ চলার কারনে গতকাল থেকে কয়েকটি ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ঠিকাদারি সংস্থা তাদের জানিয়েছে খুব শীঘ্রই এই সমস্যা মিটে যাবে। জলের সমস্যা মিটে যাবার পর তাকে জানানোর জন্য সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন কানাইয়াবাবু।

অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার সাথে যুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

আলিপুরদুয়ারঃ অভিযান চালিয়ে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা সাথে যুক্ত দুজনকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ডাঃ ভোলানাথ পাণ্ডে জানান গোপন সুত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের বিশেষ টিম আলিপুরদুয়ার থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচটি বন্দুক সহ একজনকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় পাঁচটি বন্দুক। এবং সন্দেহে ধৃত আরেকজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আলিপুরদুয়ার পুলিশ। পুলিশ সুপার জানান এরা বন্দুক কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই ঘটনায় আরো কেউ যুক্ত আছে কিনা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

শিলিগুড়ির বিধায়কের খাদ্য ভবনে স্মারকলিপি জমা

শিলিগুড়ি: বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ ১৫ জুলাই শিলিগুড়ি খাদ্য ভবনে অভিজিৎ ধর ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার কাছে শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় আতপ চালের বদলে সেদ্ধ চাল দেওয়ার বিষয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। খাদ্য দপ্তর এর পক্ষ থেকে দার্জিলিং জেলায় রেশন দোকানে আতপ চাল দেওয়া হয়। পাহাড় উদ্ভাসিত হওয়ার কারণে এই জেলায় আতপ চালের বন্টন করা হয়ে থাকে কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় বেশিরভাগ মানুষ সিদ্ধ চাল খেয়ে থাকে যার কারণে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রের মন্ত্রীর কাছে আজ এই স্মারকলিপির মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত এলাকায় আতপ চালের বদলে সিদ্ধ চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্কে পালিত হল বনমহোৎসব ২০২১

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্কে বন বিভাগের পক্ষ থেকে এবং শিলিগুড়ি পুরো নিগমের সহযোগিতায় ১৪ জুলাই বনমহোৎসব পালন করা হয়েছে। বনমহোৎসব এর মধ্যে দিয়ে বাঘাযতীন পার্কে প্রায় একশ'র বেশি চারা গাছ লাগানো হয়েছে। শিলিগুড়ি প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম দেবের নিজস্ব উদ্যোগে একটি কাঠ বাদাম গাছ একটি লটকা এবং দুটি পলাশ গাছ লাগান। শিলিগুড়ি শহরকে সবুজ করার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি শহরের ১০,০০০ গাছ লাগানো হবে এর মধ্যে বিভিন্ন ফল ফুলের গাছ লাগানো হবে সেই কথা জানান গৌতম দেব।

করোনা মহামারির কারণে শহরের মানুষ বুঝতে পেরেছে অক্সিজেনের কতটা প্রয়োজন সেই কারণে শহরের আরও বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। তিনি আরও বলেন করোনা অতিমারির কারণে শিলিগুড়ি শহরে পুনরায় ফেরত এসেছে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বিভিন্ন বাজারে মানুষকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে এই প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ কে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। অতি শীঘ্রই এই নিয়ে ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন মার্কেট সমিতিকে নিয়ে বসা হবে।

শিলিগুড়ি শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পৌরনিগমের নতুন পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি: শহরকে আবর্জনা মুক্ত রাখতে আগে থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় বাসি বাজিয়ে বাড়ির নোংরা আবর্জনা সংগ্রহ করত তবে এখন থেকে এই কাজেই এক নতুন পদক্ষেপ নিল শিলিগুড়ি পৌরনিগম। ২৮ জুলাই শিলিগুড়ি শহরের বাঘাযতীন ময়দানের সামনে পৌরনিগমের প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান গৌতম দেব পৌরনিগমের নতুন আবর্জনা সংগ্রহ গাড়ির উদ্বোধন করেন। এই গাড়িগুলি পৌর নিগমের অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করে দেওয়া হবে।

উদ্বোধনীতে উপস্থিত ছিলেন পৌর প্রশাসক গৌতম দশক, পৌরনিগমের প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য রঞ্জন সরকার, পৌরনিগমের কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া সহ অন্যান্য সদস্য ও কর্মীরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরনিগমের প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য রঞ্জন সরকার জানান, যে সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ গাড়ি গুলো পৌরনিগমে ভাড়াতে খাটছিল সেই সমস্ত গাড়ি গুলোকে সরিয়ে দিয়ে আজ থেকে পৌরনিগমের নিজস্ব এই গাড়ি ও টোটো গুলো চলবে। তিনি আরও জানান দৈনন্দিনের আবর্জনা যতটা সম্ভব দ্রুত সরিয়ে দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হবে। পাশাপাশি তিনি জানান "সবুজ শিলিগুড়ি পরিষ্কার শিলিগুড়ি" এই স্লোগান নিয়েই তারা কাজ করছে এবং পরবর্তীতে কাজ করে যাবে"।

'হাই রিস্ক জোন' ও 'রিস্ক জোন' ঘোষনা কালিম্পংয়ে জেলার বেশ কিছু জায়গা

কালিম্পং: কালিম্পং জেলার বেশ কিছু জায়গা ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে 'হাই রিস্ক জোন' ও 'রিস্ক জোন' হিসেবে ঘোষনা করল কালিম্পং জেলা প্রশাসন। ২৮ জুলাই ওই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করে কালিম্পংয়ের জেলাশাসক আর বিমলা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিম্পং জেলার এক করোনা সংক্রমিত রোগীর দেহেও ডেল্টা ভেরিয়েন্টের খোঁজ মিলেছে। কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের আহালে, ডালিম ও গরুবাথান ১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে হাই রিস্ক জোন ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি কালিম্পং ১ ব্লকের ভালুখুপ, তিস্তা বাজার ও কালিম্পং ২ ব্লকের সান্টুক গ্রাম পঞ্চায়েতকেও হাই রিস্ক জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকারের কাছে একাধিক দাবি নিয়ে বৈঠক মৃৎশিল্পীদের

কোচবিহারঃ করোনার কারণে এখনো পর্যন্ত দুর্গাপূজা নিশ্চিত না অনিশ্চিত ঘোষণা করেননি রাজ্য সরকার। তাই কার্যত অনিশ্চয়তার অশনিসংকেত দেখতে পাচ্ছেন মৃৎশিল্পীরা। ২৫ জুলাই উত্তরবঙ্গ ব্যাপী বিভিন্ন জেলার মৃৎ শিল্পীদের নিয়ে কোচবিহার রেডক্রস ভবনে একটি আলোচনা সভা এবং বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জলপাইগুড়ি দার্জিলিং জেলা সহ আলিপুরদুয়ার কালিংপং থেকেও মৃৎশিল্পীরা অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন বলে সংগঠনের তরফ জানানো হয়েছে।

মৃৎশিল্পী অলক পাল জানান, বর্তমান করোনা আবহের কারণে দুর্গাপূজা সম্ভব কিনা তাই নিয়ে তারা অনিশ্চিত। বিগত বছর ঠাকুর বানানো হলেও পুজোর হয়নি সেই ভাবে। চলতি বছর তারা ঠাকুর বানাতে চাইছেন না আগের মত করে। ছোট ছোট কিছু ঠাকুর তৈরি করা হচ্ছে ক্লাবগুলোর জন্য। বড় ঠাকুর তৈরি হচ্ছে না। ফলে আর্থিক মন্দা এবং খারাপ পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। এই সভায় তারা রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক অনুদান এবং অবিলম্বে সহযোগিতা দাবি করেছেন। ২০২০ সালে দুর্গাপূজার সময়ও তারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে পারেননি। চলতি বছরে প্রায় একই পরিস্থিতি। এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন মৃৎশিল্পীরা।

চা শ্রমিক সংগঠনের গেট মিটিং

জলপাইগুড়ি: ২৬ জুলাই সকালে জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে গেট মিটিং করা হয়। গেট মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমুল এসসি এসটি ওবিসি সেলের সভাপতি কৃষ্ণ দাস সহ স্থানীয় নেতারা। সরকারি একাধিক প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না বলে নেতাদের সামনে তাদের সমস্যাগুলি তুলে ধরলেন চা শ্রমিকরা।

উল্লেখ্য, চা শ্রমিকদের জন্য চা সুন্দরী, রেশন ব্যবস্থা সহ একাধিক প্রকল্প রয়েছে রাজ্য সরকারের। তবে সেই সমস্ত প্রকল্পগুলি থেকে কোনো এক অজানা কারণে বঞ্চিত হচ্ছেন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান সহ বেশ কিছু বাগানের শ্রমিকরা। বাগানের ম্যানেজার জানান কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকদের হাজিরা কাটা হচ্ছে বলে জানান। সেইসাথে বাগানের যা সুযোগ সুবিধা শ্রমিকদের প্রাপ্য তা তারা পান বলে জানান। তবে সরকারি একাধিক সুযোগ সুবিধার জন্য এদিনের গেট মিটিংয়ে নেতারা উদ্যোগ নেওয়ায় বাগানর সিনিয়ার ম্যানেজার জীবন চন্দ্র পান্ডে নেতাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে দ্বিতীয় মাইনুর খাতুন

রায়গঞ্জঃ এবারের হাই মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে রায়গঞ্জ ব্লকের বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিটকিয়া গ্রামের কৃতী ছাত্রী মাইনুর খাতুন। পরীক্ষায় ৮০০ নম্বরের মধ্যে মোট ৭৯৬ পেয়েছে সে। তাঁর এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি তার পরিবারের সদস্য, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ জেলার শিক্ষা অনুরাগীরা।

প্রত্যন্ত গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের এই কৃতি ছাত্রীর এই অভাবনীয় সাফল্যকে কুর্নিশ জানাতে তাকে সংবর্ধনা দিয়েছেন রায়গঞ্জ ব্লক তৃনমুল কংগ্রেস কমিটি ও রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি। ২৪ জুলাই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মানস ঘোষ ফুলের স্তবক ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মাইনুর কে সংবর্ধনা দেন। রায়গঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মানস বাবু বলেন, মাইনুর আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে। সে ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায়। উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশোনার যাবতীয় খরচ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা হবে। অন্যদিকে, মাইনুর খাতুন বলেন, তার এই সাফল্যে সে খুশি। তার পরিবারের সদস্য ও স্কুল শিক্ষকদের সহযোগিতাতেই এই সাফল্য পেয়েছে সে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে আগামী দিনে চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে জানান মাইনুর।

টেলিভিশনে সঞ্চালক হিসেবে কাজ করা থামাবেন আদিত্য

টেলিভিশন শোয়ের সঞ্চালক করা ছাড়তে চলছেন আদিত্য নারায়ন! সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সাক্ষাতকারে এই কথা বলেছেন আদিত্য নিজেই। তিনি আরও বড় কিছু কাজে হাত দেবেন তাই টেলিভিশনে কাজ করা কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আদিত্য নারায়ন বলেছেন, "টেলিভিশন থেকে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে চাই। একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে আমার ভালোই লাগে। তা সত্ত্বেও, একসঙ্গে একাধিক কাজে যুক্ত থাকাটা বেশ কঠিন। আর এবার বড় কিছু করতে চাই। তাই যে কোনও একটা কাজকে বেছে নিচ্ছি। গত ১৫ বছর টেলিভিশনে কাজ করে অনেক কিছু পেয়েছি। এবার সময় হয়েছে, সামনের দিকে তাকানোর"।

খুব অল্প বয়স থেকেই নানান টেলিভিশন শোয়ের সঞ্চালক হিসেবে কাজ করেছেন আদিত্য। কিন্তু, যে কোনও মানুষের কেরিয়ারে কখনও কখনও পরিবর্তন দরকার হয়। টেলিভিশন শোয়ের সঞ্চালক হিসেবে অনেকদিন কাজ করা হয়ে গিয়েছে, এবার অন্য কোনও ভূমিকায় কাজ করতে চাইছেন তিনি।

'মহারাষ্ট্র ভূষণ' পুরস্কার পাচ্ছেন আশা ভোঁসলে

কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলেকে মহারাষ্ট্র ভূষণ সম্মান ২০২১ সম্মানে সম্মানিত করা হবে ঘোষণা করেছেন মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী অমিত দেশমুখ। পরিবারের দ্বিতীয় সদস্য হিসাবে এই পুরস্কার পেতে চলেছেন আশা ভোঁসলে। এর আগে লতা মঙ্গেশকরকে মহারাষ্ট্র সরকারের তরফে এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছিল।

'মহারাষ্ট্র ভূষণ' মহারাষ্ট্র সরকারের প্রদান করা সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান যা প্রতি বছর নির্ধারিত দিনে মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট নাগরিকদের প্রদান করা হয়। আশা ভোঁসলেকে এই সম্মান প্রদান করতে পেরে মহারাষ্ট্র সরকার যে গর্বিত তা জানিয়েছেন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী অমিত দেশমুখ। তিনি আশা ভোঁসলের মুম্বইয়ের লোয়ার প্যারেলের বাড়িতে দেখা করেন। অমিত দেশমুখ জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে একটি সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হবে সেখানে আশা ভোঁসলের মত গায়ক-গায়িকাদের পরামর্শ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মহারাষ্ট্র ভূষণ সম্মান পেয়ে আশা ভোঁসলে জানিয়েছেন, যে কোনও পুরস্কারই তাঁর কাছে এক বিশেষ গুরুত্ব রাখে । তবে মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কারের গুরুত্ব তাঁর কাছে আরও স্পেশ্যাল কেননা এটি মহারাষ্ট্র অর্থাৎ তাঁর পরিবার থেকে দেওয়া হচ্ছে। তিনি মহারাষ্ট্র সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই অনন্য সম্মানের জন্য।

সুচিত্রা না থাকলে উত্তম হতো না, বলেছিলেন স্বয়ং মহানায়ক

উত্তম-সুচিত্রা বাংলা ছবির চিরকালীন জুটি। তাঁরা একসঙ্গে বাংলা সিনেমাকে ৩০টিরও বেশি ছবি উপহার দিয়েছেন, যার সিংহ ভাগই বক্সঅফিসে 'সুপারহিট'। ষাট ও সত্তরের দশকে রুপালি পর্দায় তাদের জুটি দেখতেই হত দর্শকদের ভির। রোমান্টিকতায় ভরপুর তাদের জুটিই মনে হয় বাঙালিকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে ভালোবাসতে হয়। তাঁদের বাংলা রুপালি পর্দার প্রথম কাপল বললে ভুল হয় না।

উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেনের একসঙ্গে প্রথম হিট ছবি ছিল 'সাড়ে চুয়াত্তর'। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৫৩ সালে, তবে এ ছবিটিতে উত্তম কুমার অথবা সুচিত্রা সেন কেউই প্রধান চরিত্রে ছিলেন না। এমনকি শুরুতে পোস্টারে উত্তম-সুচিত্রার কোনো ছবিও ছিল না। কিন্তু ছবিটি রিলিজ হওয়ার পর উত্তম-সুচিত্রার রোমান্টিক অভিনয় বাংলা দর্শকদের মন জয় করে নেয়। এর পর পথে হলো দেরী, মরণের পর, শাপমোচন, শিল্পী, সাগরিকা, হারানো সুর, সবার উপরে, সূর্যতোরণ, চাওয়া-পাওয়া, সপ্তপদী, জীবনতৃষ্ণা, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, ইন্দ্রাণী, চন্দ্রনাথ, আলো আমার আলোর মতো অন্তত ৩০টির বেশি ছবিতে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে গিয়েছেন উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেন। উত্তম কুমার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'সুচিত্রা পাশে না থাকলে আমি কখনোই উত্তম কুমার হতে পারতাম না। এ আমার বিশ্বাস। আজ আমি উত্তম কুমার হয়েছি, কেবল ওর জন্য।'

বাংলা সিনেমার রোমান্টিক জুটি হিসেবে উত্তম-সুচিত্রা নিজেদের নিয়ে গিয়েছিলেন জনপ্রিয়তার এক অনন্য উচ্চতায়। যার জন্যই তাদের পোশাক, চুল বাঁধার স্টাইল-সহ সবকিছুই অনুকরণ করতেন অনুরাগীরা।তাদের চুলের স্টাইল, পোশাক পরিচ্ছেদ এমনকি চলাফেরার স্টাইলও অনুকরন করা হত। বাঙ্গালির জন্য তারা ফ্যাশন আইকন হয়ে উঠে ছিলেন। উত্তম-সুচিত্রা আসলে ছিলেন এক অবিচ্ছেদ্য জুটি, একে অপরের পরিপূরক।

স্টিফেন ডেজের ইন্ডি-বেঙ্গলি পপ অ্যালবাম

কলকাতা: ড্রিম পপ, আর-অ্যান্ড-বি, ইলেক্ট্রনিক ও ওয়ার্ল্ড মিউজিক প্রণোদিত সর্বপ্রথম ইন্ডি-বেঙ্গলি পপ অ্যালবাম আসতে চলেছে স্টিফেন ডেজের কণ্ঠের মাধ্যমে। একজন মিউজিসিয়ান ও কম্পোজার স্টিফেন ডেজ নতুন যুগের বাংলা মিউজিকে এইসব ঘরানা নিয়ে এসেছেন। 'ঠিকানা' মিউজিক ভিডিয়ো ও টাইটেল ট্র্যাক 'বিদেশী ফড়িং' পাওয়া যাচ্ছে 'স্টিফেন ডেজ' ইউটিউব চ্যানেলে। অ্যাপল মিউজিক, স্পটিফাই, জিওশাওন, অ্যামাজন মিউজিক, হাঙ্গামা ও উইংকের মতো স্ট্রিমিং প্লাটফর্মে ২৩ জুলাই মুক্তিপ্রাপ্ত তাঁর প্রথম অ্যালবাম বিদেশী ফড়িংয়ে রয়েছে এইসব ট্র্যাক্ ঠিকানা, বিদেশী ফড়িং, ন্যাকা কান্না, মাছ, স্বাধীন, রাখতে পারলিনা, তোমার আমি আর নেই, আশার পাহাড় ও সূর্যোদয়।

স্টিফেন জানান, এই নয়টি ট্র্যাক শ্রোতাদের নিয়ে যাবে তাদের অম্লমধুর সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। গানগুলিতে ধরা পড়েছে পোস্ট-ব্রেক-আপ সিচুয়েশন্ ব্লাইন্ড লাভ থেকে বিট্রেয়াল পর্যন্ত, যার শেষে এসেছে লোনলিনেস, ব্লেম গেমের উপলব্ধি আর সেইসঙ্গে নস্টালজিয়া ও শেষ বিদায় নেওয়া। স্টিফেনের বক্তব্য, গানগুলির মাধ্যমে তিনি অসংখ্য তরুণ বাঙালির হৃদয়ে পৌঁছে যেতে চান যারা এখনও কৈশোরে বা কুড়ির নীচের বয়সে রয়েছে এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসততা মানতে পারেনা।

আমিরের ছবিতে 'দারোগা'-র চরিত্রে অডিশন দিয়েছিলেন ড্যানিয়েল ক্রেগ

এজেন্ট জেমস বন্ডের ভূমিকায় সারা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা কুড়িয়েছেন হলিউড-তারকা ড্যানিয়েল ক্রেগ। তবে খুব কম লোকই জানেন 'বন্ড' হয়ে ওঠার আগে 'দারোগা' সাজার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন ড্যানিয়েল। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আমির খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতেও দেখা যেতো তাঁকে।

বিখ্যাত পরিচালক রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরা তাঁর আত্মজীবনী 'দ্য স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর'-এ লিখেছেন, 'রং দে বসন্তী' ছবিতে ব্রিটিশ দারোগা জেমস ম্যাককিংলে চরিত্রের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বর্তমান বন্ড অভিনেতাকে। প্রস্তাব পেয়ে তিনি শুধু রাজিই হননি বরং সানন্দে এই চরিত্রের জন্য অডিশনও দিয়েছিলেন। যা দেখে দারুণভাবে মনে ধরেছিল রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরার। তবে শেষপর্যন্ত 'রং দে বসন্তী' ছবিতে এই ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায় স্টিভেন ম্যাকিন্টশ-কে।

ড্যানিয়েলের এই চরিত্রে কাজ না করার কারণ হিসেবে পরিচালক জানিয়েছিলেন, "আসলে যখন ড্যানিয়েল এই ছবির জন্য রাজি হচ্ছিলেন সেই একই সময়ে তাঁকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল পরবর্তী জেমস বন্ড-এর চরিত্রের জন্য। সেকথা সে নিজেই জানিয়েছিলেন। তাই ওঁকে যেন একটু সময় দেওয়া হয়। সবদিক একটু গুছিয়ে নিয়ে তিনি আসবেন 'রং দে বসন্তী'-র সেটে। তবে এরপর তো বন্ডের চরিত্রের জন্য ড্যানিয়েলই নির্বাচিত হল। বাকিটুকু ইতিহাস!"।

করণ জোহর সঞ্চালনা করবেন বিগ বস ওটিটি

আগস্টের ৮ তারিখে ওটিটি প্লাটফর্মেই লঞ্চ হতে চলেছে বিগ বস, কিন্তু এবছর সলমন খানকে দেখা যাবে না বিগ বস ওটিটি-র সঞ্চালনায়। সলমন নয় পরিচালক করণ জোহর সঞ্চালনা করবেন বিগ বসের ওয়েব ভার্সন। বিগ বস শুরুর আগেই শো-এর সঞ্চালনা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়ে ছিল। এবারে যদিও বিগ বস টেলিভিশনের আগে ছয় সপ্তাহ ওটিটি প্ল্যাটফর্মে চলবে। তখনই শোনা যাচ্ছিল ওটিটি-র সঞ্চালনা করবেন সিদ্ধার্থ শুক্লা। তবে এবার পাক্কা হয়ে গেল সিদ্ধার্থ বা সলমন নয়, অনলাইনে বিগ বস হোস্ট করবেন করণ জোহর।

করণ জোহর নিজেই বলেছেন, "আমার মা এবং আমি বিগ বসের অনুরাগী। দর্শক হিসাবে আমাকে ভীষণভাবে এন্টারটেইন করে এই শো। অনেক আগে এই শো সঞ্চালনা করেছি ও আনন্দ পেয়েছি। আবার বিগ বস ওটিটি-র জন্য সেই সুযোগ পাচ্ছি। নিঃসন্দেহে আনন্দের বিষয়।"

৮ আগস্ট থেকে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ভুট-এ শুরু হতে চলেছে বিগ বস। এই শোয়ে এবারে একের পর এক তারকা ধামাকা রয়েছে। 'বিগ বস সিজন ১৫' যখন প্রথম ছয় সপ্তাহ ভুটে স্ট্রিম

করবে, সেই সময় দর্শকরা ভোট দিয়ে নির্বাচন করতে পারবে কারা প্রবেশ করবে বিগ বসের ঘরে। টেলিপাড়ায় জোর গুঞ্জন, অনুষা দাণ্ডেকর, দিশা বকানি, পার্থ সামন্থন, ক্রুষ্ণা অভিষেক, মোহসিন খান, নিয়া শর্মার মতো হিন্দি টেলিভিশনের এ-লিস্টারদের দেখা যাবে বিগ বস সিজন ১৫-তে।

অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পাচ্ছে 'শেরশাহ'

সিদ্ধার্থ মালহোত্রার বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'শেরশাহ' নিয়ে বড় ঘোষণা করল ছবির নির্মাতা। এবারের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১২ অগস্ট অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পাবে 'শেরশাহ' ছবিটি। সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আডবানী ছাড়াও শেরশাহ ছবিতে আরও দেখা যাবে শিব পণ্ডিত, রাজ অর্জুন, প্রণয় পাচুরি, হিমাংশু অলোক মালহোত্রা, নিকতিন ধীর, অঙ্কিতা গোরায়া, অনিল চরণজিত, সাহিল বেদ, শাতফ ফিগর ও পবন চোপড়াকে।

টুইটারে করণ জোহর এই ছবির মুক্তির দিন জানিয়ে পোস্ট করেছিলেন। তিনি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, একজন সাধারণ মানুষের অসাধারণ যাত্রার সাহসী গল্প। আমি গর্বিত, উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত এই ছবির সঙ্গে কাজ করে। অ্যামাজন প্রাইমে ১২ অগস্ট মুক্তি

ছবির।' ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধের সৈনিক ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এই ছবিটি। ভারতের জন্য কী ভাবে তিনি নিজের জীবন দিয়েছিলেন সেই গল্পই রয়েছে ছবির প্লটে।

ড্রিম১১ অনলাইন ফ্যান্টাসি স্পোর্টস বৈধ

কলকাতা: গত ৩০শে জুলাইয়ের এক নির্দেশানুসারে সুপ্রিম কোর্ট একটি স্পেশাল লিভ পিটিশন বাতিল করে দিয়েছে। পিটিশনে ড্রিম১১-এর অনলাইন ফ্যান্টাসি স্পোর্টস ফরম্যাটের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে বলা হয়েছিল তা কোনও 'গেম অফ স্কিল' নয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ফলে পাঞ্জাব অ্যান্ড হরিয়াণা হাই কোর্ট, বম্বে হাই কোর্ট এবং রাজস্থান হাই কোর্টের রায় ফের মান্যতা পেল। সুপ্রিম কোর্টের

নির্দেশের ফলে ড্রিম১১-এর অনলাইন ফ্যান্টাসি স্পোর্টস ফরম্যাট আইনগত বৈধতা অর্জন করল।

এর আগে, একটি পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন (পিআইএল) আনা হলে রাজস্থান হাই কোর্ট তা গ্রহণ না করে জানিয়ে দিয়েছিল, পাঞ্জাব অ্যান্ড হরিয়াণা হাই কোর্ট ও বম্বে হাই কোর্টের নির্দেশ অনুসারে গ্যাম্বলিংয়ের অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ড্রিম১১-এর অনলাইন ফ্যান্টাসি স্পোর্টস ফরম্যাটকে ফের আইনগত স্বীকৃতি দিল।

আফগানিস্তান সংঘর্ষে ভারতীয় চিত্র সাংবাদিকের মৃত্যু

কান্দাহারঃ আফগানিস্তানের কান্দাহারে নিহত হলেন পুলিৎজার জয়ী ভারতীয় চিত্রসাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকি। কান্দাহারের স্পিন বোলডাক এলাকায় তালিবান ও আফগান সেনার সংঘর্ষের সময় নিহত হন দানিশ। ভারতে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত ফরদি মামুন্দজাই ১৬ জুলাই এই খবর সংবাদ মাধ্যমে জানান।

তিনি গত কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় ছিলেন। চিত্রসাংবাদিক হিসাবে বিশ্বে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন দানিশ। আন্তর্জাতিক

সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের চিত্র সাংবাদিক ছিলেন তিনি। আফগানি স্পেশাল ফোর্সের একটি অভিযান নিয়ে খবর করেছিলেন দানিশ। ১৫ জুলাই রাতেই শুরুতর জখম হয়েছিলেন। সে অবস্থায় আফগান সেনা শিবিরে তাকে রাখা হয়েছিল তাকে।

টেলিভিশন সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন দানিশ তিনি। তবে পরে চিত্রসাংবাদিক হিসাবে এগিয়ে জান। ২০১৮ সালে দানিশ পুলিত্জার পুরস্কারও পেয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি আফগানিস্তানে কভারেজের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে তালিবান ও আফগান সেনার সংঘর্ষেই দানিশ প্রাণ হারায়।

পেগাসাস নিয়ে দিলীপ ঘোষের পাল্টা দাবি

কলকাতা: ২১ জুলাই শহিদ দিবসের বক্তব্যের শুরুতেই পেগাসাস কাণ্ড নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি কেন্দ্রকে আক্রমণ করে মমতা অভিযোগ করেন, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে গোয়েন্দাগিরি চলছে, গরিবকে প্রাপ্য টাকা না দিয়ে গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, তাঁর ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে। এক সময় তাঁর ডানহাত মুকুল রায় যিনি আমাদের দলে এসেছিলেন, তিনি অভিযোগ করেছিলেন তাঁর ফোন ট্যাপ করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিলেন তিনি। তিনি ভালোভাবে জানেন, ফোন ট্যাপ করার সংস্কৃতি কাদের। এই সংস্কৃতি আমাদের নয়। তৃণমূলের নেতারা হোয়াটসঅ্যাপ ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলেন না, কারণ তাঁরা প্রত্যেকে জানেন তাঁদের ফোন ট্যাপ হয়। উনি নিজেই ট্যাপ করেন।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের একবার ভোট-পরবর্তী হিংসার কথা মনে করিয়ে দেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ভোটপরবর্তী কোনও হিংসা হয়নি। কিন্তু গত মে-জুন মাসে বিজেপির প্রায় ৪৫ জন কর্মী নিহত হয়েছেন। এবং প্রায় ১১ হাজার ৭৮২টি হিংসার ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও আরও অনেক ঘটনা রয়েছে। ভবিষ্যতে পাব। আর এগুলির মধ্যে ৩৮৮৭টি ব্যক্তিগত ভাবে শারীরিক আক্রমণ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৮৩০টি খুনের চেষ্টা হয়েছে। ৪৫ জনকে খুন করা হয়েছে। ৬৪৪৭টি ঘটনায় কর্মীদের বাড়ি ভাঙা হয়েছে। জেসিবি দিয়ে বাড়ি ভাঙা হয়েছে। প্রায় ৮০ হাজারের বেশি কর্মী-সমর্থক বাড়ি ছাড়া রয়েছেন। এখনও ১০০০ মানুষ ঘরছাড়া। অনেকেই ভিনরাজ্যে গিয়ে চাকরি খুঁজে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত আমাদের কর্মীদের উপর মিথ্যে কেস দেওয়া হয়েছে। শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত এর প্রতিবাদ করবে বিজেপি। এর বিচার হতেই হবে।'

দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাসে এমন অত্যাচার আগে দেখেননি। এই রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে বর্তমান সরকার। বিরোধী হওয়াটা এই রাজ্যে অপরাধ।

মুকুল রায়ের পিএসি চেয়ারম্যান পদ খারিজের দাবি

নিউজ ডেস্কঃ দলত্যাগ এবং পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদ খারিজ করতে আদালতে মামলা ঠুকল বিজেপি। হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন দলের বিধায়ক অম্বিকা রায়। প্রশ্ন তুললেন, "মুকুল রায়কে কীভাবে পিএসির চেয়ারম্যান করা হল? তাঁকে কীভাবে বিজেপি মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হল?"

খাতায় কলমে বিজেপি'র বিধায়ক থাকলেও ১১ জুন আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূলে যোগ দেন মুকুল রায়। একজন শাসক দলের নেতাকে কেন পিএসসি চেয়ারম্যান করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ? বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। ইতিমধ্যেই খসড়া তৈরির কাজ শেষ করেছে বিজেপির পরিষদীয় দল। আদালতে আবেদনের সঙ্গে পেশ করা হয়েছেমুকুল রায়ের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার মিডিয়া ফুটেজ, খবরের কাগজের কাটিং, মুকুল রায়ের টুইটারের স্ক্রিনশট এবং সিডিভিডিও ফুটেজ। বিধানসভার রুল বুকের ৩০২ ধারা অনুযায়ী, আনুপাতিক হারে পিএসি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়। রুল বুকে থাকা বিধি এখানে মানা হয়নি বলে বিজেপি'র অভিযোগ।

নিশীথ প্রামাণিকের নাগরিকত্ব নিয়ে বিতর্ক রাজ্যসভায়

নিউ দিল্লিঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বাংলাদেশি নাগরিক বলে অভিযোগ তুলে ১৯ জুলাই রাজ্যসভায় সরব হন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। তার পরই রাজ্যসভায় প্রবল শুরু হয়। এর পর সেইদিনের মত অধিবেশন মুলতবি করে দেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান।

সম্প্রতি জাতীয় এবং উত্তর পূর্ব ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে নিশীথ প্রামাণিককে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে দাবি করে রিপোর্ট প্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং কোচবিহারের সাংসদের নাগরিকত্ব খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছেন অসমের কংগ্রেস সাংসদ রিপুণ ভোরা। তবে তৃণমূল নিশীথ প্রামাণিকের নাগরিকত্ব ইস্যুটি সহজে ছাড়বে না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন।

বিজয় মালিয়াকে দেউলিয়া ঘোষণা ব্রিটিশ আদালতের

২৬ জুলাই বিজয় মালিয়াকে দেউলিয়া ঘোষণা করল ব্রিটেনের আদালত। এসবিআই-এর নেতৃত্বে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ১৩টি ব্যাঙ্কের এক কনসোর্টিয়ামের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই রায় দেয় ব্রিটিশ আদালত। এর ফলে এবার বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মালিয়ার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার পেয়ে গেল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সহ অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি।

ব্রিটিশ উচ্চ আদালতের চ্যান্সেরি ডিভিশনের মুখ্য দেউলিয়া ও কোম্পানি এজলাসের বিচারক মাইকেল ব্রিগস ভার্চুয়াল শুনানিতে বিজয় মালিয়াকে দেউলিয়া ঘোষণা করেন। মালিয়া এখন ব্রিটেনে জামিনে রয়েছেন। এই মামলার শুনানিতে মালিয়ার আইনজীবী দেউলিয়া ঘোষণা নির্দেশ স্থগিত রাখার আবেদন করেন। কিন্তু তাঁর সেই আবেদন মানেনি ব্রিটিশ আদালত।

এফআইসিসিআই-সিএএসসিএডিই জালিয়াতি ও চোরাচালান প্রতিরোধের কর্মসূচি

কলকাতা: বিভিন্ন জাল-বিরোধী কৌশল যেমন রেইড, একাধিক প্যাকেজিং প্রযুক্তির ব্যবহার, কনজিউমার এডুকেশন এবং সরকারি সংস্থার সঙ্গে পরামর্শের পরও চোরাচালান ও জালিয়াতির ঝুঁকি বাড়ছে। এই কারনেই এফআইসিসিআই- সিএএসসিএডিই 'নকল ও চোরাচালান প্রতিরোধ' (অর্থনীতি ধ্বংসকারী চোরাচালান ও জালিয়াতি কার্যক্রমের বিরুদ্ধের কমিটি) বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

কর্মসূচির মূল লক্ষ ছিল অপরাধ সনাক্তকরণ এবং তদন্তের উন্নয়নে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে দক্ষতা, কাঠামো এবং প্রযুক্তির দিক থেকে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া, ইসলামপুর, জাগিপুর, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মেদনিপুর, ঝাড়গাম, শিলিগুড়ি, বীরভূম ইত্যাদি থেকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার অংশগ্রহণ দেখা যায়।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ডিটেনশন ক্যাম্প অসমে

গুয়াহাটি: অসমে তৈরি হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ডিটেনশন ক্যাম্প। গুয়াহাটি শহর থেকে প্রায় ১৫০ কিমি দূরে ২৫ একর জমির উপর ৬৪ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা হচ্ছে এই ডিটেনশন ক্যাম্পটি। এখানে তিন হাজারেরও বেশি আবাসিকদের একসঙ্গে রাখার পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। অনেকেই আশঙ্কা যে অসমের নিবাসিদের যারা নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণ দিতে পারবে না তাদের এই ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি হিসাবেরাখা হবে।

তবে প্রশাসন সুত্রে বলা হয়েছে, এই ক্যাম্পটি হচ্ছে মূলত বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে । ২০১৮ সালে দুধোনী নদীর তীরে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার বর্গফুটের এই ডিটেনশন ক্যাম্পের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ শেষ। অসম পুলিশের হাউজিং ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে এই বিশাল ক্যাম্পটি। এটি ছারাও অসমে বর্তমানে ছ'টি ডিটেনশন রয়েছে। তবে ছ'টি ডিটেনশন ক্যাম্পই কোনও না কোনও জেলখানাকে ক্যাম্পের রূপ দেওয়া হয়েছে। এতো টাকা খরচ করে এই ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করা ভালো চোখে দেখছে না অনেকেই।

সিকিমে প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি রাজ্য সরকার

নিউজ ডেস্কঃ করোনা ভাইরাসের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের হদিস মেলার পর আরও কড়াকড়ি হল সিকিম সরকার। বাংলা সিকিম সীমান্তে পর্যটকদের প্রবেশ ক্ষেত্রে সিকিম সরকারের তরফে সমস্ত পর্যটকদের আরটিপিসিআর টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ অথবা ডবল ডোজ ভ্যাকসিন এর শংসাপত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও সিকিম সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের এক টিম রাজ্যে প্রবেশকারী পর্যটকদের সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখে যাচাই করে স্ক্রিনিং করার পরেই সিকিমে প্রবেশ করতে অনুমতি দিচ্ছে।

সিকিম থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসার ক্ষেত্রেও রাজ্যের সীমান্তে নাকা চেকিং করা হচ্ছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। নিয়ম অনুযায়ী আরটিপিসিআর টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ বা ডবল ডোজ ভ্যাকসিনের শংসাপত্র দেখে তবেই পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। করোনার জেরে বহু পর্যটক সিকিমে গেলেও এখন সিকিমের অধিকাংশ পর্যটন কেন্দ্র গুলি বন্ধ রয়েছে, সিকিম সরকারের করাকরি নিয়মের কারণে বহু পর্যটক ভ্রমণ সম্পূর্ণ না করেও ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে।

তিন পাতার পর

ভিড় বাড়ছে...

ভুগোল সেভাবে জানা কোনো নেতৃত্ব দায়িত্বে না থাকায় নাকি অনেক লড়াকু পুরোনো কর্মীদের সাথে সেভাবে সংযোগই করে উঠতে পারেনি দল। এমনকি সেই কারনে লোকসভায় শীতলকুচীর মত এগিয়ে থাকা আসনেও বিধানসভায় হারতে হয় খোদ জেলা তৃণমূলের সভাপতিকে।

বিধানসভা নির্বাচনে হতাশাজনক ফলাফলের পরে দলীয় নির্দেশ ও লাইন মেনে ফের পুরোনো কর্মীদের সংঘবদ্ধ করতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সাময়িক হতাশা কাটিয়ে কোচবিহারের পুরোনো নেতৃত্ব ও সমর্থকদের সাথে জনসংযোগের জন্য একরকম আটঘাট বেঁধেই নেমেছেন তৃণমূলের বিশ্বস্ত সৈনিক রবিবাবু। চড়কির মত ছুটছেন দিনহাটা থেকে তুফানগঞ্জ এবং বিবিধ জনপদ। বক্তব্যে বারবার তুলে ধরছেন সংগঠনের শুরুর দিনগুলির লড়াই সংগ্রামের কথা। সব জায়গায় পুরোনো কর্মীদের সাথে সরাসরি নাম ধরে ধরে যোগাযোগ সারছেন তিনি।

সম্প্রতি রবিবাবু দিনহাটায় ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন প্রাক্তন এক ব্লক সভাপতি তথা কোচবিহার জেলা পরিষদে একমাত্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী জেলা পরিষদ প্রার্থীর বাড়িতে। ডানপন্থী আন্দোলনের দাপুটে এক নেতার স্মরণসভাতেও হাজির ছিলেন তিনি। পুরোনো কর্মীদের সংঘবদ্ধভাবে বিজেপিকে রুখে দেওয়ার বার্তা দিচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি মিটিং সেরেছেন অনন্ত মহারাজের সাথেও।

আর রবিবাবুর এই রণংদেহী মনোভাব দেখে উজ্জীবিত হচ্ছেন মুলস্রোত থেকে হারিয়ে যাওয়া প্রাক্তন তুণমূল কর্মীদের পাশাপাশি আজকের সক্রিয় তৃণমূল কর্মীরাও। এরফলে ভোটব্যাংকে কতটা লাভবান হবে তৃণমুল কংগ্রেস, এখন সেটাই দেখার।

মিনি পুলওয়ামা" তত্ত্ব...

বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর পরেই আক্রান্ত হন তৃণমুল নেতা উদয়ন গুহ। এবারের নির্বাচনে স্বল্প ব্যবধানে হারার পরে নিজের এলাকায় রাজনৈতিক ভাবে পিছিয়ে যান উদয়নবাবু। নিজের রাজনৈতিক জমি ফেরাতে মরিয়া উদয়ন গুহ ফলাফলের পর থেকেই বেপরোয়া ভাবে ময়দানে নেমে পড়েন অনেকে মনে করেন। আর নির্বাচনের ফল ঘোষনার পরে এই বেপরোয়া মনোভাবের কারনেই আক্রান্ত হতে হয় তাঁকে বলে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবি মহলের দাবি। নিজের শহরেই দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হয়ে হাত ভেঙ্গে যায় তাঁর। দ্রুত খবর পৌছায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আর সেটাই আর্শীবাদ হয়ে উঠে তাঁর কাছে। নির্বাচনের পরে ফিরে পেয়েছেন দিনহাটা পুরসভার প্রশাসকের পদ। সুস্থ হয়ে ফিরে এসে দিনহাটায় বিজেপির সংগঠনে ধ্বস নামাচ্ছেন তিনি। দিনহাটার বিধায়ক পদ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক ইস্তফা দেওয়ায় উদয়নবাবু ফের বিধায়ক পদে তৃণমুল প্রার্থী হওয়ার জন্য দরবার করছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা আলাদা মাইলেজ দিচ্ছে তাঁকে বলে বুদ্ধিজীবি মহলের মত ।

সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি পার্থ প্রতিম রায়ের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালনার ঘটনা ঘটে। কোচবিহার-১ব্লকের নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের জিরানপুরের গুলি কান্ড কে ঘিরে তোলপাড় হয় জেলা ও রাজ্য। এই ঘটনায় পার্থ অনুগামীরা বিজেপির দিকে আঙ্গুল তোলে। কিন্তু দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি ও নাটাবাড়ির তৃণমুল কংগ্রেসের প্রার্থী ঘটনাটিকে সাজানো বলে সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করেন। বিধানসভা নির্বাচনে শীতঙ্কুচিতে পরাজিত হন পার্থবাবু। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, লোকসভা নির্বাচনে এগিয়ে থাকা এই আসনে পার্থ প্রতিম রায়ের পরাজয়ের ঘটনা মেনে নিতে পারছে না তৃণমূলের অনেকেই। জেলায় তৃণমূলের ভরাডুবির পরে জেলার সভাপতি পদের ও পরিবর্তন হতে পারে বলে ইতিমধ্যে জোর গুঞ্জন চলছে। সেই প্রেক্ষিতে এই গুলি কান্ড পার্থবাবুকে ফের রাজ্য রাজনীতির লাইম লাইটে নিয়ে আসলো। সেইসাথে যোগালো বাড়তি অক্সিজেনও।

এদিন আক্রান্ত হন তৃণমূলের মহিলা নেত্রী শুচিস্মিতা দেব শর্মা। রাজ্যে মহিলা সংগঠনে শীর্ষ নেত্রী পরিবর্তনের পরে তাঁর জেলা সভানেত্রী থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা শুরু হয়েছে। জেলা সভাপতির বিরোধী শিবিরের এই নেত্রীর পদে থাকা এখন অনেক জটিল অংকের খেলা। এই আক্রমণের ফলে শুচিস্মিতা ফের শিরোনামে চলে এলেন। এখন দেখা যাক এই আক্রমণের পরে তাঁর জেলা সভানেত্রীর পদ বহাল থাকে কিনা?

এইসব আক্রমণের ঘটনায় পুলিসকে নিয়ম করে নিশানা করতে ছাড়েননি শাসকদলের নেতারা। আক্রান্ত নেতা উদয়নবাবু এদিন ফেসবুকে লিখেন, কোচবিহার জেলা পুলিশের ব্যর্থতার ফলে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। রাজ্যপাল আর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভয়ে পুলিশ জড়োসড়ো হয়ে আছে। ক্ষমতাশীন দলে থেকেও তৃণমূলের নেতা নেত্রীদের বারবার এই পুলিশকেই কাঠগড়ায় তোলায় জল্পনায় ঘৃতাহুতির কাজ করছে। প্রশ্ন উঠছে জেলা পুলিস-প্রশাসন কি শাসকদলের নিয়ন্ত্রণহীন? শাসকের নিয়ন্ত্রণহীন? রাজ্যপালের নিয়ন্ত্রণাধীন?

নাকি রাজ্নৈতিক নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবি ও সুনাগরিকদের 'মিনি পুলয়ামা' তত্ত্বই কোচবিহারের রাজনীতিতে আজ বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দিল!

রেলপথে অক্সিজেন গেল বাংলাদেশে

কলকাতাঃ করোনায় বিপর্যয়ে বাংলাদেশের অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে সেদেশে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াল ভারত। করোনা মোকাবিলায় ২০০ মেট্রিক টন অক্সিজেন পাঠানো হল বাংলাদেশে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অক্সিজেনের ঘাটতি মেটাতে এবং দেশের সব রাজ্যে অক্সিজেনের সরবরাহ অটুট রাখতে ভারতে আগেই চালু হয়েছে অক্সিজেন এক্সপ্রেস। বাংলাদেশ করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের কাছে অক্সিজেন চেয়ে আবেদন জানানো হয়। প্রতিবেশী দেশের আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারত সরকার অক্সিজেন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ২৪ জুলাই রাত্রে ১০ টি কন্টেনারে ২০০ মেট্রিক টন তরল অক্সিজেন নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এই অক্সিজেন এক্সপ্রেস। বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম রেলওয়ে স্টেশনে ওই অক্সিজেন আনলোড করা হবে বলে বাংলাদেশ সূত্রে জানা গিয়েছে। করোনা মহামারী মোকাবিলায় ভবিষ্যতেও ভারত সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দেবে, নয়াদিল্লির তরফ থেকে এমনই আশ্বস্ত করা হয়েছে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেকে।

অলিম্পিকের চ্যালেঞ্জ শেষ ম্যাগনিফিসেন্ট মেরির

মেরি কম ২৯ জুলাই টোকিও অলিম্পিক ২০২০-র প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে কলম্বিয়ার ইনগ্রিট ভ্যালেন্সিয়ার কাছে পরাজয়ের কথা জানতে পেরে "হতবাক এবং বিচলিত"। টুর্নামেন্টে তিনি ৪৮-৫১ কেজি বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্প্লিট ডিসিশনে ম্যাচের ফল যায় ভ্যালেন্সিয়ার পক্ষে ২-৩।

প্রথম রাউন্ডে এগিয়েছিলেন ভ্যালেন্সিয়া। দ্বিতীয় রাউন্ডে দুর্দান্ত কামব্যাক করেন মেরি। কিন্তু তৃতীয় রাউন্ডে আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাঞ্চ করার জন্য বাজিমাত করলেন ভ্যালেন্সিয়া। ভারতবাসীর কাছে অলিম্পিকের মঞ্চে এটাই শেষ লড়াই দেখা হয়ে গেল মেরির। ৬ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মেরি (৫১ কেজি) ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রের মিগুয়েলিনা হার্নান্দেজ গার্সিয়াকে হারিয়ে অলিম্পিক গেমসের প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জও জিতেছিলেন মেরি।

টোকিওর ককোগিকান এরিনায় বৃহস্পতিবার দুপুরে নজর ছিল ভারত জুড়ে ক্রীড়াপ্রেমীদের। দ্বিতীয় ম্যাচে বক্সিং রিংয়ে নামছেন মেরি কম। লক্ষ্য থাকাটাই স্বাভাবিক। সেদিন জিতলেই কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত হয়ে যেত ছয় বারের বক্সিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নেরর।এটাই মেরি শেষ অলিম্পিক সেটা জানাই ছিল। মেরি পদক না নিয়ে দেশে ফিরতে চান না বহুবার বলেছিলেন। তবে ম্যাচের শেষে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু টুইট করে বলেন, "মেরি কম, আপনি টোকিও অলিম্পিকে মাত্র এক পয়েন্টে হেরে গেছেন। তবে আমার জন্য আপনি সর্বদা চ্যাম্পিয়ন! আপনি যা অর্জন করেছেন তা বিশ্বের অন্য কোন মহিলা বক্সার অর্জন করেননি। আপনার মত একজন কিংবদন্তীর জন্য ভারত গর্বিত। অলিম্পিকস আপনাকে খুব মিস করবে।"

AIFF-এর বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন সন্দেশ ঝিঙ্গান

জন্মদিনেই অনন্য 'উপহার' পেলেন ভারতের জাতীয় দলের রক্ষণের স্তম্ভ সন্দেশ ঝিঙ্গান। ২১ জুলাই তাঁকে ২০২০-২০২১ মরশুমের বর্ষসেরা ফুটবলার হিসেবে বেছে নিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। অন্যদিকে, সুরেশ সিং ওয়াংজমকে 'ইমারজিং ফুটবলার অব দ্য ইয়ার ২০২০/২১' অর্থাৎ চলতি মরশুমের সেরা উঠতি প্রতিভা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। আই লিগ এবং আইএসএল মিলিয়ে সমস্ত ক্লাব কোচেদের ভোটের ভিত্তিতেই দু'জনকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

২০১৪ সালে প্রথমবার সেরা উঠতি খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছিলেন সন্দেশ। এরপরই জাতীয় দলের দরজা খুলে গিয়েছিল তাঁর জন্য। কিন্তু দেশের জার্সিতে দুরন্ত খেললেও এই প্রথম বর্ষসেরা ফুটবলারের খেতাব জিতলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সন্দেশ বলেন, "আইএসএল এবং আই লিগের কোচেদের ভোটে বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়াটা খুবই সম্মানের। আরও ভাল খেলার জন্য এই পুরস্কার আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে। বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ায় আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। প্রত্যেকের প্রত্যাশার মর্যাদা দিতে হবে।"

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে বর্ষসেরা উঠতি খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়ার পর ২০১৫ সালে গুয়াহাটিতে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয় সন্দেশের। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত নীল জার্সিতে ৪০টি ম্যাচে খেলেছেন তিনি। গোল করেছেন ৪টি। এছাড়া ২০১৮ সালে হিরো কন্টিনেন্টাল কাপ চ্যাম্পিয়ন দলেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, সিনিয়র দলকে পাঁচবার নেতৃত্বও দিয়েছেন। এর পাশাপাশি ২০২০ সালে অর্জুন পুরস্কারও জিতেছেন।

টোকিও অলিম্পিক্সের কোয়ার্টার ফাইনালে পিভি সিন্ধু

জয়ের ধারা অব্যহত রেখে ব্যাডমিন্টনে মহিলাদের সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিলেন পিভি সিন্ধু। ডেনমার্কের মিয়া ব্লিচফেল্ডেল্টকে হারালেন ২১-১৫, ২১-১৩ তে। ম্যাচের প্রথম থেকেই কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হয়েছিল সিন্ধুকে। বেশ ভালই টেক্কা দিয়েছিলেন ড্যানিশ প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথম ম্যচে একবার সিন্ধু এগিয়ে যাচ্ছিলেন তো একবার ডেনমার্কের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২১-১৫ ব্যবধানে জিতে নেন। এই নিয়ে পরপর ৩ ম্যাচেই স্ট্রেট গেমে জিতলেন সিন্ধু।

মহিলা সিঙ্গলসের গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেয়েছিলেন পিভি সিন্ধু। সিন্ধুর প্রতিপক্ষ ছিলেন হংকংয়ের নান ই চেয়ুং। প্রথম ম্যাচ মাত্র ২৯ মিনিটে জিতে নেওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচেও ফেভারিট হিসেবেই নেমেছিলেন তিনি। খেলার ফল সিন্ধুর পক্ষে ২১-৯, ২১-১৬। টোকিও অলিম্পিক্সে আসার আগে থেকেই সিন্ধুকে নিয়ে পদকের আশা রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা প্রথম ম্যাচ থেকে দেখিয়ে এসেছেন তিনি। হংকং-এর এনওয়াই চেয়ুঙ্গইয়ের বিরুদ্ধেও হট ফেভারিট ছিলেন সিন্ধু। সেই ম্যাচটিও সহজেই ২১-৯ ব্যবধানে জিতে নেয়। এর আগে পি ভি সিন্ধু ২৫ জুলাই মহিলা ব্যাডমিন্টনের প্রথম রাউন্ডে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দেন স্ট্রেট গেমে। ২১-৭ ও ২১-১০ গেমে ইসরায়েলের প্রতিপক্ষ সেনিয়া পোলিকারপোভাকে মিনিটে। সব মিলিয়ে মাত্র ২৯ মিনিটে হারিয়েছিলেন সিন্ধু।

টোকিও অলিম্পিকের প্রথম সোনা চিনের ঘরে

টোকিও অলিম্পিকের উদ্বোধনের পরের দিনই অলিম্পিকের প্রথম সোনা জিতলেন চিনের শুটার কিয়ান ইয়াং মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ফাইনালে ২৫১.৮ পয়েন্ট স্কোর করে সোনার পদক জিতলেন ইয়াং। মাত্র ২১ বছর বয়সী কিয়ান ইয়াং পেয়েছেন ২৫১.৮ পয়েন্ট। অলিম্পিকের ফাইনালে এটা সর্বোচ্চ স্কোরের রেকর্ড। ২৫১.৮ পয়েন্ট তুলে অলিম্পিকে রেকর্ড গড়ে ফেললেন চিনের এই শুটার। ২৫১.১ স্কোর করে রুপো জিতলেন রাশিয়ান অ্যানাস্তেসিয়া গালাসিনা। ২৩০.৬ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ পেলেন সুইজারল্যান্ডের নিনা ক্রিশ্চেন।

সোনা জেতার পর কিয়ান বলেন, আমাকে যতই শান্ত মনে হয়, আসলে আমি ততটা নই। প্রতিযোগিতা জুড়েই আমি নিজেকে মানসিকভাবে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করেছি। নিজের স্নায়ুচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছি।

আফগান খেলোয়ারদের শুভেচ্ছা গোটা বিশ্বের

আফগানিস্থান এখন চরম কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে ফিরতে শুরু করেছে, তাতেই গোটা আফগানিস্তান নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তালিবানরা। এই অবস্থায় টোকিও অলিম্পিক গেমসে অংশ নিয়েছে আফগানিস্তানের খেলোয়াড়রা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মার্চপাস্টে আফগান খেলোয়াড়দের দেখে হাততালি এবং শুভেচ্ছায় এদিন ভরিয়ে দেন খেলাপ্রেমীরা। প্রত্যেকেই গেমসের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আফগান দলকে। মার্চপাস্টে আফগানিস্তানের পতাকাবাহক ছিলেন দলের একমাত্র মহিলা সদস্য স্প্রিন্টার কামিয়া ইউসুফি।

টোকি অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করছে রিফিউজি অলিম্পিক টিম। মোট ২৯ জন খেলোয়াড় রিফিউজি দলের হয়ে অংশ নেবেন মোট ১২টি ইভেন্টে। কাতারে প্রস্তুতি পর্ব সেরেই টোকিও পৌঁছেছে রিফিউজি অলিম্পিক দলের সদস্যরা। কোনও নির্যাতন, যুদ্ধ বা হিংসার কারণে কেউ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে প্রবেশে বাধ্য হলে তাঁকে উদ্বাস্তু স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রাষ্ট্রসংঘের নিয়মে উদ্বাস্তু স্বীকৃতি পাওয়া অ্যাথলিটদের নিয়েই তৈরি হয়েছে এই রিফিউজি অলিম্পিক টিম।

করোনা, বৃষ্টির মাঝেও অম্লান মোহনবাগান দিবস

১৯১১ সালের ২৯ জুলাই ব্রিটিশ ফুটবল দল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। সেই জয়ের ১১০ বছর পূর্ণ। সবুজ-মেরুণ সমর্থকদের কাছে এই দিনটির তাৎপর্য, মাহাত্ম্য, আবেগই আলাদা। তার মধ্যে সকাল থেকে বৃষ্টি থাকা স্বত্বেও অম্লান মোহনবাগান দিবস।

সকাল থেকেই সবুজ-মেরুন সমর্থকরা আবেগে ভেসেছেন। খালি পায়ে ব্রিটিশ ফুটবল দলকে হারিয়েছিলেন ১১জন বাঙালি। ২৯ জুলাই সেই ঐতিহাসিক জয়ের স্মরণ করেন মোহনবাগান সমর্থকরা। স্মরণ করেন সেই ১১জন বীর মোহনবাগান

খেলোয়াড়দের। এই বছর মোহনবাগান রত্ন সম্মান দেওয়া হল প্রয়াত গোলকিপার শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে সেই পুরস্কার। বর্ষসেরা ক্রিকেটার অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও ফুটবলার রয় কৃষ্ণার অনুপস্থিতিতে তাঁদের হাতে পরে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। বর্ষসেরা অ্যাথলিটের পুরস্কারদেওয়া হবে বিদিশা কুন্ডুকে।

এবার করোনার জন্য ক্লাব তাঁবুতে ঢুকতে পারবেন না সভ্য-সমর্থকরা। ফলে এবার ভার্চুয়াল হচ্ছে সেলিব্রেশন। ক্লাব তাঁবুর পতাকা উত্তোলন থেকে শুরু করে পুরস্কার বিতরণী মোহনবাগানের ফেসবুক পেজে লাইভ দেখানো হয়েছে। ক্লাব ত্রফে জানা গিয়েছে রাত আটটা থেকে মোহনবাগানের ফেসবুক পেজে লাইভ পারফর্ম করবে জনপ্রিয় বাংলা ব্যান্ড ক্যাকটাস।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলের পার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং 'জনবার্তা' প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156● Editor: Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96